অধ্যায় ০৭

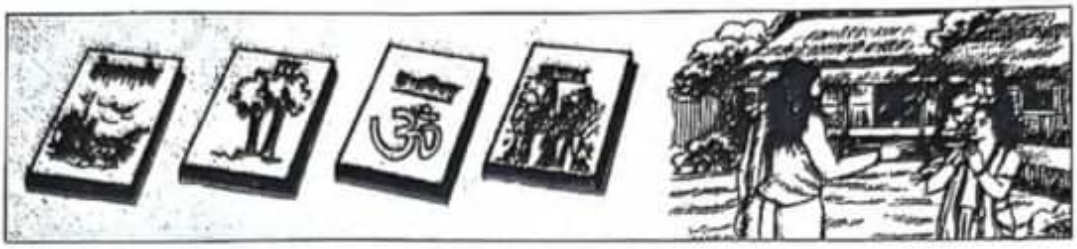

ধর্মগ্রন্থে নৈতিক শিক্ষা

Moral Education in Religious Book

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ : আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ▸ পাঠ-২ : উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ-৩ : উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▸ পাঠ-৪ : উপাখ্যান ▸ পাঠ-৫ : ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা ▸ পাঠ-৬ : ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

ধর্ম শব্দটির অর্থ- 'যা ধারণ করে'। ধৃ ধাতু + মন্ (প্রত্যয়) = ধর্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য যে সমস্ত উপদেশ-নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মের প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতিও সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে। আর এজন্যই মানুষের ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করাও ধর্মের অঙ্গ বলে অভিহিত। ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মাচার, ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মানুষ্ঠান ও ইতিহাসাশ্রিত উপাখ্যান প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকে। কাজেই আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। এই ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ২৮৬
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ : সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব ---- পৃষ্ঠা ২৮৬
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ২৮৬
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ২৮৬
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ২৮৭
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ২৮৭
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২৮৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ২৮৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ২৮৮
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ২৯৩
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২৯৫
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২৯৭
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ২৯৭
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ২৯৮
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ৩০৪
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ৩০৭
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ৩০৯
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ৩০৯
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ৩১০

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫—২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	১	০	৩	১	২	০	১	১	১	১	২	১	২	১	২	১	৩	১
২০২৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০২০	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১
২০১৯	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	৩	১	০	০
২০১৮	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	০	০
২০১৭	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	১	০	০	০
২০১৬	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
২০১৫	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
মোট	১৪	৩	১৬	৪	১৫	৩	১৪	৪	১৪	৪	১৫	৪	১৫	৪	১৫	৪	৫	২

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

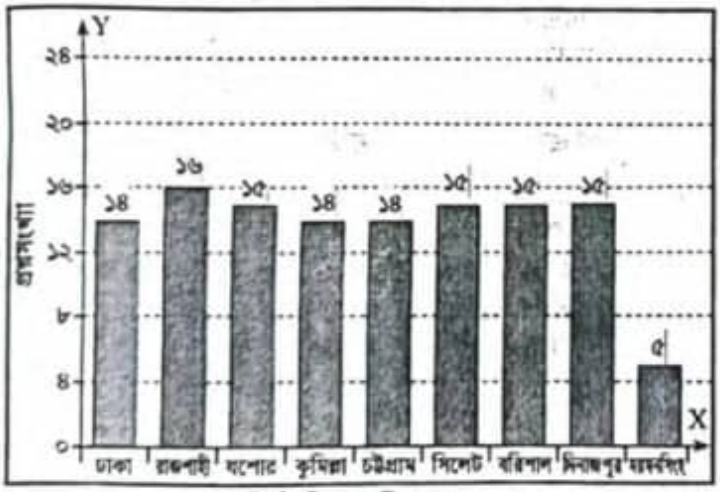

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

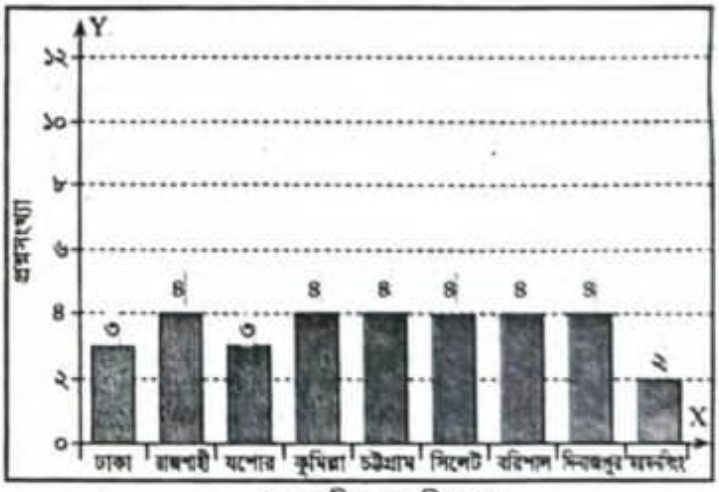

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো—

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২০, '১৯; রা. বো. '২৪, '২০, '১৯; য. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '২৪, '২০, '১৯; চ. বো. '২৪, '২০, '১৯; সি. বো. '২০, '১৯; ব. বো. '২৪, '২০, '১৯; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২৪, '২০; সকল বোর্ড '১৮]	★★★
শিখনফল ২ : ধর্মগ্রন্থ হিসেবে উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারব।	[রা. বো. '২৪; ব. বো. '২৪; দি. বো. '২৪; ম. বো. '২৪]	★★
শিখনফল ৩ : ধর্মাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★★
শিখনফল ৪ : উপনিষদের একটি উপাখ্যান ও এর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।		★★★
শিখনফল ৫ : ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[কু. বো. '২৪; চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]	★★★
শিখনফল ৬ : রামায়ণ-মহাভারতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনসংশ্লিষ্ট শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হব।	[সি. বো. '২৪]	★★★

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

খুদার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায়
অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯০

১. 'ধর্ম' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? উ : যা ধারণ করে
২. যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করে তাকে কী বলে? উ : ধর্ম
৩. ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করাকে মানুষ কী মনে করে? উ : ধর্মের অঙ্গ

আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯১

৪. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি? উ : চারটি
৫. ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? উ : মনুসংহিতায়
৬. হিন্দুধর্মের বিকাশ কোনটিকে কেন্দ্র করে? উ: বেদ
৭. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি? উ : ৪টি
৮. বৈদিক সাহিত্য বলতে কত প্রকার ভিন্ন ধরনের সমষ্টি বোঝায়? উ : চার
৯. সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনটি? উ : মানুষ
১০. ঐশ্বরিক তত্ত্ব কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উ : ধর্মগ্রন্থে
১১. বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বলে হিন্দুধর্মকে কী বলা হয়? উ : বৈদিক ধর্ম
১২. হিন্দুধর্মের বিকাশ হয় কোন গ্রন্থকে আশ্রয় করে? উ : বেদ
১৩. মানুষের ধর্ম কী? উ : মনুষ্যত্ব
১৪. মানুষের পশু প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে কীভাবে? উ : ধর্ম পালন করলে
১৫. ধর্মের মূলকথা কোনটি? উ : ঈশ্বরকে ভক্তি করা

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯২

১৬. প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কোনটি? উ : বেদ
১৭. প্রসিদ্ধ উপনিষদ কতটি? উ : বারটি
১৮. কোনটিকে 'সংহিতোপনিষদ' বলা হয়? উ : ঈশোপনিষদ
১৯. উপনিষদ্ অর্থ কী? উ : রহস্য
২০. বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত? উ : শুক্ল যজুর্বেদ
২১. ছান্দস কিসের আরেক নাম? উ : বেদের
২২. জগতের সর্বকালের আধ্যাত্মিক ভাবনার চরমরূপ কোনটি? উ : উপনিষদ
২৩. শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়নি কোন উপনিষদটি? উ : মাণ্ডুক্য
২৪. বৈদিক সাহিত্যের সমষ্টিকে কয় খণ্ডে বিভক্ত করা হয়? উ : দুই খণ্ডে
২৫. মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কোনটি আলোচনা করে? উ : ব্রহ্মবিদ্যা
২৬. 'উপ' অর্থ কী? উ : সমীপে
২৭. 'নি' অর্থ কী? উ : নিশ্চয়ের সাথে
২৮. ব্রহ্মবিদ্যাকে সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না কেন? উ : দুর্জ্ঞেয় বলে

উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৩

২৯. নৈতিক শিক্ষার সহায়ক কোনটি? উ : ধর্ম
৩০. ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে কোন গ্রন্থে? উ : উপনিষদে
৩১. উপনিষদের উপলব্ধি কী? উ : জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়
৩২. বেদের কয়টি কাণ্ড? উ : দুটি
৩৩. পরমব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা রয়েছে কোথায়? উ : উপনিষদে
৩৪. উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে কী করে না? উ : জীবন বিমুখ

উপাখ্যান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৪

৩৫. শ্বেতকেতুর পিতার নাম কী? উ : আরুণি
৩৬. আরুণি ঋষির পুত্রের নাম কী? উ : শ্বেতকেতু
৩৭. শ্বেতকেতু কত বছর বয়সে গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরে আসে? উ : বার বছর
৩৮. ঋষি আরুণি শ্বেতকেতুকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেছিলেন কেন? উ : ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য
৩৯. 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— কথাটির অর্থ কী? উ : সবকিছুই ব্রহ্ম
৪০. 'ব্রহ্মাস্মি' অর্থ কী? উ : আমি ব্রহ্ম
৪১. ঋষি আরুণি কত বছর বয়সে শ্বৈতকেতুকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রেরণ করেন? উ : বার বছর
৪২. আরুণি কী ছিলেন? উ : ঋষি
৪৩. 'বহু স্যাম' অর্থ কী? উ : বহু হব
৪৪. শ্বেতকেতুকে ভোজন নিষেধ করা হলো কত দিন? উ : পনের দিন
৪৫. ব্রহ্মকে জানা যায় কীভাবে? উ : আত্মাকে জানলে

ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৬

৪৬. কোন গ্রন্থকে আদি কাব্য বলা হয়? উ : রামায়ণ
৪৭. সুমিত্রার পুত্রদের নাম কী? উ : লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন
৪৮. দস্যু রত্নাকর এর কাহিনি কোন ধর্ম গ্রন্থের? উ : রামায়ণ
৪৯. রাজা দশরথ কোন যুগের রাজা ছিলেন? উ : ত্রেতা যুগ
৫০. বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন কে? উ : কৃত্তিবাস
৫১. কৌশল্যার পুত্রের নাম কী? উ : রাম
৫২. পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে কোন ধর্মগ্রন্থে? উ : রামায়ণে
৫৩. আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচিত কোন ধর্মগ্রন্থ? উ : রামায়ণ
৫৪. দস্যু রত্নাকর করে উপদেশ গ্রহণ করে একজন ঋষিতে পরিণত হন? উ : ব্রহ্মার উপদেশ
৫৫. মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত? উ . সংস্কৃত
৫৬. সীতাকে হরণ করেন কে? উ : রাবণ
৫৭. ভরতের মায়ের নাম কী? উ : কৈকেয়ী

ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৭

৫৮. "যথা-ধর্ম তথা-জয়" কোন ধর্ম গ্রন্থের বিষয়বস্তু? উ : মহাভারত
৫৯. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে? উ : কাশীরাম দাস
৬০. মহাভারত পাঠের মাধ্যমে ধার্মিক ব্যক্তির ভিতর কোনটি ফুটে ওঠে? উ : পবিত্রতা
৬১. মূল মহাভারত কোন ভাষায় রচিত? উ : সংস্কৃত ভাষায়
৬২. পৃথিবীর সকল ঘটনা বিবৃত হয়েছে কোথায়? উ : মহাভারতে
৬৩. যারা অধর্ম ও অন্যায় করে তাদেরকে কে ক্ষমা করেন না? উ : ভগবান

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত **A+** গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত?
ⓚ শুক্লযজুর্বেদ
ⓚ কৃষ্ণযজুর্বেদ
ⓖ সামবেদ
ⓓ ঋক্‌বেদ
উত্তর: ক

২. শ্বেতকেতু কত বছর গুরুগৃহে ছিলেন?
ক) দশ খ) বার
গ) চৌদ্দ ঘ) ষোল
উত্তর: খ

৩. রত্না শিক্ষকের উপদেশমতো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে। রত্নার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে—
i. আনুগত্য
ii. উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা
iii. ভালো ফলের আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রেয়সীর বাবা একজন শিল্পপতি। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক। তিনি সবসময় শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করেন এবং কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করেন। শ্রেয়সীও কখনও বাবার অবাধ্য হয় না। সে বাবার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে।

৪. শ্রেয়সীর চরিত্রে তোমার পঠিত কোন অবতারের আচরণের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?
ক) শ্রীকৃষ্ণ খ) রামচন্দ্র গ) শ্রীচৈতন্য ঘ) বলরাম
উত্তর: খ

৫. শ্রেয়সীর আচরণে প্রকাশ পায়—
i. ভালোবাসা
ii. পিতৃভক্তি
iii. অনুকম্পা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: খ

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

ভূমিকা
▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৯০

৬. 'মানুষ সাধারণভাবে ধর্মভীরু' বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে? [ইসলামাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক) ধর্ম পালন করে না খ) ধর্ম পালন করে
গ) ধর্মহীনতা ঘ) বৈরাগ্যতা
উত্তর: খ

৭. 'ধর্ম' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়—
ক) যা গ্রহণ করে খ) যা বর্জন করে
গ) যা ধারণ করে ঘ) যা সাধন করে
উত্তর: গ

৮. ধর্ম শব্দের প্রত্যয় রূপ কোনটি?
ক) ধৃ + মন খ) মন + ধৃ
গ) ধৃ + র্ম ঘ) র্ম + ধৃ
উত্তর: ক

৯. ধৃ ধাতুর অর্থ কী?
ক) সাধন করা খ) গ্রহণ করা
গ) বর্জন করা ঘ) ধারণ করা
উত্তর: ঘ

১০. যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করে তাকে বলে—
ক) কর্ম খ) ধর্ম
গ) ধার্মিক ঘ) ধর্মাচার
উত্তর: খ

১১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাকে মানুষ মনে করে—
ক) ধর্মের অঙ্গ খ) ধর্মতত্ত্ব
গ) ধর্মীয় সংস্কার ঘ) ধর্মানুষ্ঠান
উত্তর: গ

১২. নিচের কোনটি ধর্মগ্রন্থ?
ক) মেঘনাদ বধ খ) মেঘদূত
গ) বিসর্জন ঘ) উপনিষদ
উত্তর: ঘ

১৩. ধর্মগ্রন্থ হলো—
i. ইহলৌকিক ধারণা
ii. পারলৌকিক ধারণা
iii. নৈতিক চরিত্র গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৪. কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে—
i. বেদ, ব্রাহ্মণ
ii. আরণ্যক, উপনিষদ
iii. রামায়ণ, মহাভারত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা
▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৯১

১৫. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি? [রা. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]
ক) দুই খ) চার
গ) ছয় ঘ) আট
উত্তর: খ

১৬. ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ কোনটি? [চ. বো. '২৪]
ক) সহিষ্ণুতা খ) বেদ
গ) ক্ষমা ঘ) দয়া
উত্তর: খ

১৭. ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? [সি. বো. '২৪]
ক) বেদে খ) উপনিষদে
গ) পুরাণে ঘ) মনুসংহিতায়
উত্তর: ঘ

১৮. একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হলো— [সকল বোর্ড '১৮]
ক) বেদ খ) কল্প
গ) সূক্ত ঘ) মন্ত্র
উত্তর: ক

১৯. জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক) কিছুই না খ) গুরুত্বপূর্ণ
গ) মোটামুটি ঘ) মূল্যহীন
উত্তর: খ

২০. হিন্দুধর্মের বিকাশ নিচের কোনটিকে কেন্দ্র করে? [পাবনা জেলা স্কুল]
ক) পুরাণ খ) উপনিষদ
গ) রামায়ণ ঘ) বেদ
উত্তর: ঘ

২১. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি? [নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫
উত্তর: গ

২২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কোথায় বর্ণিত হয়েছে? [বগুড়া সরকারি. গার্লস হাই স্কুল]
ক) বেদে খ) পুরাণে
গ) রামায়ণে ঘ) মনুসংহিতায়
উত্তর: ঘ

২৩. মানুষের জীবন চলতে হয় কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস রেখে? [আলমাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক বেদে খ রামায়ণে
গ উপনিষদে ঘ মহাভারতে

২৪. বৈদিক সাহিত্য বলতে কত প্রকার ভিন্ন ধরনের সমষ্টি বোঝায়? [আলমাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক এক খ দুই
গ তিন ঘ চার

২৫. সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনটি?
ক মানুষ খ জীন
গ দেবতা ঘ ফেরেস্তা

২৬. লিপি আবিষ্কারের পর মানুষের জ্ঞান কিসে সন্নিবেশিত হয়?
ক গাছের পাতায় খ গাছের ছালে
গ পাথরের উপর ঘ গ্রন্থে

২৭. ঐশ্বরিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে—
ক গদ্য গ্রন্থে খ ধর্মগ্রন্থে
গ ডায়রিতে ঘ কাব্যগ্রন্থে

২৮. এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা হলেন—
ক ব্রহ্ম খ বিষ্ণু
গ শিব ঘ ইন্দ্র

২৯. বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বলে হিন্দুধর্মকে বলা হয়—
ক বৌদ্ধধর্ম খ বৈদিক ধর্ম
গ খ্রিস্টধর্ম ঘ মুসলিম ধর্ম

৩০. হিন্দুধর্মের বিকাশ হয় কোন গ্রন্থকে আশ্রয় করে?
ক রামায়ণকে আশ্রয় করে খ মহাভারতকে আশ্রয় করে
গ উপনিষদকে আশ্রয় করে ঘ বেদকে আশ্রয় করে

৩১. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জেনেছি—
ক রামায়ণে খ মহাভারতে
গ উপনিষদে ঘ বেদে

৩২. মানুষের ধর্ম হচ্ছে—
ক মনুষ্যত্ব খ পবিত্র
গ সমাজত্ব ঘ ধর্মত্ব

৩৩. মানুষের পশু প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে—
ক ধর্ম পালন না করলে খ ধর্ম সাধন না করলে
গ ধর্ম পালন করলে ঘ কোনোকিছু না করলে

৩৪. মানবতা ও পবিত্রতায় বিপুল্ল কল্যাণ অনুভূতিই হলো—
ক কর্ম খ ধর্ম
গ ধর্মাচার ঘ ধর্মানুষ্ঠান

৩৫. মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়—
ক ধর্মাচার খ ধর্মানুষ্ঠান
গ ধর্মের অসাধারণ লক্ষণ ঘ ধর্মের সাধারণ লক্ষণ

৩৬. মানুষের জীবন চলতে হয় কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস রেখে?
ক বেদে খ রামায়ণে
গ মহাভারতে ঘ উপনিষদে

৩৭. ধর্মের মূলকথা হচ্ছে—
ক দেব-দেবীকে ভক্তি করা খ গুরুকে ভক্তি করা
গ ঈশ্বরকে ভক্তি করা ঘ মানুষকে ভক্তি করা

৩৮. মনুসংহিতা অনুসারে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে— [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বেদ স্মৃতি, সদাচার
ii. বেদ, পুরাণ
iii. বিবেকের বাণী
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায়— [ব. বো. '২৪]
i. মন্ত্র বা সংহিতা
ii. ব্রাহ্মণ
iii. আরণ্যক ও উপনিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার কারণ হলো—
i. জ্ঞানের জন্য
ii. বিদ্যার জন্য
iii. বুদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i, ii ও iii গ ii ও iii ঘ i ও iii

৪১. যার মনুষ্যত্ব নেই সে—
i. পশুর সমান
ii. পাখির সমান
iii. মানুষের সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৪২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হলো—
i. বেদ
ii. স্মৃতি, সদাচার
iii. বিবেকের বাণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি প্রকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে নবীন রায় দেখতে পেল একটি চোর তার আলমারির তালা ভাঙছে। এ অবস্থায় চোরটিকে হাতেনাতে ধরে নবীন রায় তাকে শাস্তি না দিয়ে চুরি করা অপরাধ এ কথা বুঝিয়ে ক্ষমা করে দিল। চোরটি তার কথায় মুগ্ধ হয়ে চুরি করা ছেড়ে দেয়ার শপথ নিল। [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

৪৩. অনুচ্ছেদে নবীন রায়ের কাজে ধর্মের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক বাহ্য লক্ষণ খ সাধারণ লক্ষণ
গ ধর্মাচার ঘ ধর্মীয় বিধান

৪৪. ধর্মের উক্ত দিকটি মানুষকে সহায়তা করে—
i. কর্তব্য পালনে
ii. নৈতিকতা অর্জনে
iii. উচ্চ শিক্ষা অর্জনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'বেদ স্মৃতি সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্। [নওগাঁ জিলা স্কুল]

৪৫. অনুচ্ছেদটি কোন বিষয়টি উপস্থাপন করে?
ক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ খ ধর্মের সাধারণ লক্ষণ
গ ধর্মের অসাধারণ লক্ষণ ঘ ধর্মের বাহ্য লক্ষণ

৪৬. উক্ত অনুচ্ছেদটি আমাদের বাস্তব জীবনে কোন ক্ষেত্রে লাগবে?
ক নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে খ ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে
গ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘ ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯২

৪৭. প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো— [রা. বো. '২৪]
ক পুরাণ খ বেদ
গ চণ্ডী ঘ উপনিষদ

৪৮. নিচের কোনটি উপনিষদের সমার্থক শব্দ? [য. বো. '২৪]
ক ঐতরেয় খ রহস্য
গ বৃহদারণ্যক ঘ শ্বেতাশ্বতর

৪৯. প্রসিদ্ধ উপনিষদ কোনটি? [সকল বোর্ড '২০]
ক ব্রাহ্মণ খ সংহিতা
গ তৈত্তিরীয় ঘ আরণ্যক

৫০. নিচের কোনটিকে 'সংহিতোপনিষদ' বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৯]
ক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ খ তৈত্তিরীয় উপনিষদ
গ ঈশোপনিষদ ঘ ব্রহ্মোপনিষদ

৫১. বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হচ্ছে— [সকল বোর্ড '১৭]
ক বেদ খ রামায়ণ
গ মহাভারত ঘ গীতা

৫২. উপনিষদ্ অর্থ হলো— [সকল বোর্ড '১৬]
ক রহস্য খ যাগযজ্ঞ
গ অজানা ঘ তথ্য

৫৩. রহস্য বিদ্যা বলা হয়— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক পুরাণ খ স্মৃতিশাস্ত্র
গ যজুর্বেদ ঘ উপনিষদ

৫৪. বৃহদারণ্যক উপনিষদ কোন বেদের অন্তর্গত? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক শুক্ল যজুর্বেদ খ কৃষ্ণযজুর্বেদ
গ সামবেদ ঘ ঋকবেদ

৫৫. ছান্দস কিসের আরেক নাম? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক বেদের খ উপনিষদের
গ গীতার ঘ পুরাণের

৫৬. সামবেদ সংহিতায় সর্বমোট মন্ত্র কয়টি? [মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ১৮১০টি খ ২৮১০টি
গ ১৮০১টি ঘ ২৮০১টি

৫৭. প্রসিদ্ধ উপনিষদ কতটি? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; বগুড়া জিলা স্কুল]
ক ১২টি খ ১০টি
গ ৮টি ঘ ৬টি

৫৮. জগতের সর্বকালের আধ্যাত্মিক ভাবনার চরমরূপ কোনটি? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক রামায়ণ খ বেদ
গ মহাভারত ঘ উপনিষদ

৫৯. শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়নি কোন উপনিষদটি? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
ক কঠ খ মুন্ডক
গ মাণ্ডুক্য ঘ প্রশ্ন

৬০. এ পর্যন্ত কত এর অধিক উপনিষদের পরিচয় পাওয়া যায়? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৫০ খ ২০০
গ ৩০০ ঘ ৩৫০

৬১. একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার হলো—
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ উপনিষদ ঘ বেদ

৬২. 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' কথাটি যে অর্থে প্রয়োগ হয়—
ক বেদ কর্মের মূল খ বেদ ধর্মের মূল
গ মহাভারত ধর্মের মূল ঘ মহাভারত সবকিছুর মূল

৬৩. বৈদিক সাহিত্য বলতে কত প্রকার ভিন্ন ধরনের সমষ্টি বোঝায়?
ক এক প্রকার খ দু প্রকার
গ তিন প্রকার ঘ চার প্রকার

৬৪. বৈদিক সাহিত্যের সমষ্টিকে কয় খন্ডে বিভক্ত করা হয়?
ক দু খন্ডে খ তিন খন্ডে
গ চার খন্ডে ঘ পাঁচ খন্ডে

৬৫. মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করে—
ক নীতিবিদ্যা খ ব্রহ্মবিদ্যা
গ ধর্মবিদ্যা ঘ যুদ্ধবিদ্যা

৬৬. 'উপ' অর্থ কী?
ক সমীচীন খ সমীক্ষা
গ সমীহ ঘ সমীপে

৬৭. লোকেরা যেখানে একসঙ্গে বসে তাকে কী বলে?
ক সংবরণ খ সংবিধান
গ সংসদ ঘ সংযত

৬৮. ব্রহ্মবিদ্যাকে সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না কেন?
ক দুর্জেয় বলে খ দুর্জ্ঞেয় বলে
গ অসাধ্য বলে ঘ সহজ বলে

৬৯. জগতের সর্বকালের আধ্যাত্ম ভাবনার চরমরূপ কোনটি?
ক রামায়ণ খ বেদ
গ মহাভারত ঘ উপনিষদ

৭০. জ্ঞানকান্ডের অন্তর্গত— [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
i. রামায়ণ
ii. মহাভারত
iii. উপনিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৭১. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলার কারণ— [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
i. জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য
ii. ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্মমৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর
iii. প্রধান উপনিষদ এ কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭২. বৈদিক রচনা সমষ্টির খন্ড দুটি হলো—
i. কর্মকান্ড
ii. সাধনকান্ড
iii. জ্ঞান কান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. জ্ঞান কান্ডে রয়েছে—
i. ঈশ্বরের কথা
ii. ব্রহ্মের কথা
iii. সৃষ্টির রহস্যের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. মানুষের জন্ম-মৃত্যুর আলোচনায় ভরপুর—
i. বৈদিকবিদ্যা
ii. ব্রহ্মবিদ্যা
iii. বেদান্ত বিদ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭৫. কয়েকটি প্রসিদ্ধ উপনিষদ হলো—
i. ঐতরেয়, কৌষীতকি
ii. বৃহদারণ্যক, ঈশ
iii. তৈত্তিরীয় কঠ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯৩

৭৬. উপনিষদ পাঠ করা হয় কেন? [ঘ. বো. '২৪]
ক জাগতিক উন্নতির জন্য
খ পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য
গ সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য
ঘ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ জানার জন্য

৭৭. নৈতিক শিক্ষার সহায়ক— [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
ক ধর্ম খ বিজ্ঞান
গ দর্শন ঘ অর্থনীতি

৭৮. ব্রহ্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে কোন গ্রন্থে? [ঝুমিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রামায়ণে খ উপনিষদে
গ বেদে ঘ মহাভারতে

৭৯. উপনিষদের উপলব্ধি কী? [বরিশাল জিলা স্কুল]
ক জীবন কিছুই নয় খ জগৎ মিথ্যা
গ জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় ঘ জগতের সবকিছুই মায়া

৮০. উপনিষদ বেদের কোন কান্ডের অংশ? [আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর]
ক কর্মকান্ডের খ ধর্মকান্ডের
গ জ্ঞান কান্ডের ঘ যোগ কান্ডের

৮১. বেদের কয়টি কাণ্ড?
(ক) দুটি　　(খ) তিনটি
ক　(গ) চারটি　　(ঘ) পাঁচটি

৮২. বেদের শেষ লক্ষ্য সংগৃহীত বলে উপনিষদকে বলা হয়—
(ক) বৈদিক　　(খ) বেদান্ত
খ　(গ) বৌদ্ধ　　(ঘ) বৈষ্ণব

৮৩. ব্রহ্মবিদ্যাকে বেদের সারবলা হয় কেন?
(ক) বেদের সার বলে　　(খ) বেদের বিদ্যা বলে
খ　(গ) বেদের ধর্ম বলে　　(ঘ) বেদের আচার বলে

৮৪. পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন আলোচনা রয়েছে—
(ক) রামায়ণে　　(খ) মহাভারতে
গ　(গ) উপনিষদে　　(ঘ) বেদে

৮৫. ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশে চিহ্নিত করে—
(ক) মহাভারতগুলো　　(খ) উপনিষদগুলো
খ　(গ) রামায়ণগুলো　　(ঘ) বেদগুলো

৮৬. ঈশোপনিষদটি সংহিতার সঙ্গে যুক্ত বলে একে বলা হয়—
(ক) বৈদিক　　(খ) বেদান্ত
ঘ　(গ) ব্রহ্মোপনিষদ　　(ঘ) সংহিতোপনিষদ

৮৭. উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে কী করে না?
(ক) জীবন বিমুখ　　(খ) জীবনমুখী
ক　(গ) সংসারী　　(ঘ) সংসার বিমুখী

৮৮. কাদের বংশাবলি নিয়ে পুরাণ রচিত?
[মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. পূর্বতন ঋষিদের
ii. পূর্বতন কবিদের
iii. পূর্বতন রাজন্যবর্গের
নিচের কোনটি সঠিক?
গ　(ক) i　　(খ) ii　　(গ) iii　　(ঘ) i, ii ও iii

৮৯. ব্রহ্মবিদ্যাকে বেদান্ত বলার কারণ—
i. বেদের সার বলে
ii. বেদের ধর্ম বলে
iii. বেদের গ্রন্থ বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক　(ক) i　　(খ) ii　　(গ) i ও ii　　(ঘ) ii ও iii

৯০. জীবকে পরম ব্রহ্মের নিকট নেওয়া যায়—
i. অবিদ্যাকে নাশ করে
ii. অবিদ্যাকে ধারণ করে
iii. জ্ঞান ও মুক্তিকে সাধন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ　(ক) i　　(খ) ii　　(গ) i ও iii　　(ঘ) ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৯১ ও ৯২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিলন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ইস্কন মন্দিরের লাইব্রেরি থেকে কিছু বই সংগ্রহ করল। যা পাঠের মাধ্যমে সে ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করল। [সকল বোর্ড '১৬]

৯১. উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে মিলন কী জানতে পারবে?
(ক) সাংসারিক জীবন ত্যাগ　　(খ) উপবাস
গ　(গ) ব্রহ্মবিদ্যা　　(ঘ) মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

৯২. কর্ম, জ্ঞান, ত্যাগ ও ভক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে—
i. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
ii. উপনিষদ
iii. বেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক　(ক) i　　(খ) ii　　(গ) i ও ii　　(ঘ) i, ii ও iii

উপাখ্যান
▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯৪

৯৩. শ্বেতকেতুর পিতার নাম কী? [কু. বো. '২৪]
(ক) বরুনি　　(খ) বারুনি
গ　(গ) আরুনি　　(ঘ) অরুনি

৯৪. আরুণি ঋষির পুত্রের নাম কী? [দি. বো. '২৪]
(ক) প্রহ্লাদ　　(খ) শ্বেতকেতু
খ　(গ) তরনী　　(ঘ) দিবোদাস

৯৫. শ্বেতকেতু কত বছর বয়সে গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরে আসে? [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) বারো　　(খ) পঁচিশ
ক　(গ) আটাশ　　(ঘ) পঁয়ত্রিশ

৯৬. ঋষি আরুণি শ্বেতকেতুকে গুরুগৃহে প্রেরণ করেছিলেন কেন?
[সকল বোর্ড '১৫]
(ক) অস্ত্র শিক্ষার জন্য　　(খ) বই-পুস্তক ফেরৎ দেয়ার জন্য
ঘ　(গ) টোল তৈরির জন্য　　(ঘ) ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য

৯৭. ঋষি আরুণি কত বছর বয়সে শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রেরণ করেন?
(ক) ৫　　(খ) ১০
গ　(গ) ১২　　(ঘ) ২০

৯৮. আরুণি ছিলেন একজন— [শহীদ উদ্দান একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
(ক) ঋষি　　(খ) সন্ন্যাসী
ক　(গ) বৈরাগী　　(ঘ) শিষ্য

৯৯. পুরাকালে কী নামের এক ঋষি ছিলেন?
(ক) বরুণি　　(খ) বারুণি
গ　(গ) আরুণি　　(ঘ) অরুণি

১০০. সমস্ত মৃন্ময় বস্তু জানা যায় কীভাবে?
(ক) জীবিত পিন্ড জানলে　　(খ) জীব পিন্ড জানলে
গ　(গ) মৃৎপিন্ড জানলে　　(ঘ) কোনো কিছু না জানলে

১০১. সকল সুবর্ণময় বস্তু জানা যায় যেভাবে—
(ক) মৃৎপিন্ডকে জানলে　　(খ) সুবর্ণ পিন্ডকে জানলে
খ　(গ) মৃত্তিকা পিন্ডকে জানলে　　(ঘ) শ্বেতপিন্ডকে জানলে

১০২. কুন্তল ও বলয় কিসের বিকার?
(ক) মৃত্তিকার　　(খ) সুবর্ণের
খ　(গ) কুবর্ণের　　(ঘ) সৌম্যের

১০৩. আরুণি 'সৌম্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন যে অর্থে—
(ক) বাবা অর্থে　　(খ) মা অর্থে
গ　(গ) ছেলে অর্থে　　(ঘ) মেয়ে অর্থে

১০৪. তেজ থেকে কী উৎপন্ন হলো?
(ক) জল　　(খ) মদ
ক　(গ) সরবত　　(ঘ) দুধ

১০৫. পুরুষ কত কলাযুক্ত?
(ক) তেরো কলাযুক্ত　　(খ) চৌদ্দ কলাযুক্ত
ঘ　(গ) পনেরো কলাযুক্ত　　(ঘ) ষোল কলাযুক্ত

১০৬. শ্বেতকেতুকে ভোজন নিষেধ করা হলো—
(ক) পনেরো দিন　　(খ) ষোল দিন
ক　(গ) সতেরো দিন　　(ঘ) আঠারো দিন

১০৭. জলপান করলে যা হয় না—
(ক) হৃদয় বিয়োগ হয়　　(খ) দেহ বিয়োগ হয়
খ　(গ) প্রাণ বিয়োগ হয়　　(ঘ) প্রাণ বিয়োগ হয় না

১০৮. ব্রহ্মকে জানা যায় কীভাবে?
(ক) আত্মাকে না জানলে　　(খ) আত্মাকে জানলে
খ　(গ) গুরুকে জানলে　　(ঘ) গুরুকে না জানলে

১০৯. শ্বেতকেতুর মধ্যে প্রকাশ পায়—
[বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
i. অবিনীত আচরণ
ii. অহংকারী ভাব
iii. সদানন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক　(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii　　(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

১১০. শ্বেতকেতু ছিলেন—
i. আরুণির পুত্র
ii. শিবের পুত্র
iii. কালকেতুর পুত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক　(ক) i　　(খ) ii　　(গ) iii　　(ঘ) i, ii ও iii

১১১. শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে যা হলো—
i. অহংকারী
ii. অবিনীত
iii. পণ্ডিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১২. সুবর্ণের বিকার হলো—
i. কুণ্ডল
ii. নবুণ
iii. বলয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১৩ ও ১১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল তার বাবাকে প্রশ্ন করলো বাবা ব্রহ্মকে দেখা যায়। তার বাবা বললেন প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে ব্রহ্ম বিরাজ করেন।

১১৩. "প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম" সজলের বাবার আলোচ্য উক্তিটির কারণ কী?
(ক) সকল জীবে ঈশ্বরের অবস্থান
(খ) সকল জীব ব্রহ্মার মতো
(গ) জীব ব্রহ্মেরই অংশ
(ক) (ঘ) ব্রহ্মা ছাড়া জীব চলতে পারে না

১১৪. উদ্দীপকে বর্ণিত আরাধ্য পেতে হলে জীবের প্রতি—
i. যত্নশীল হতে হবে
ii. দয়া প্রদর্শন করতে হবে
iii. কঠোর হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৯৬

১১৫. কোন গ্রন্থকে আদি কাব্য বলা হয়? [ঢা. বো. '২৪]
(ক) শ্রী গীতা (খ) রামায়ণ
(খ) (গ) মহাভারত (ঘ) বেদ

১১৬. দস্যু রত্নাকর এর কাহিনি কোন ধর্ম গ্রন্থের? [য. বো. '২৪]
(ক) বেদ (খ) গীতা
(গ) (গ) রামায়ণ (ঘ) মহাভারত

১১৭. বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন কে? [য. বো. '২৪; সকল বোর্ড '২০, '১৯]
(ক) ব্যাসদেব (খ) কৃত্তিবাস
(খ) (গ) কাশীরাম (ঘ) ভোজরাজ

১১৮. শেখর বাবু পিতার প্রতি একজন পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চায়। শেখর বাবু কোন গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন? [য. বো. '২৪]
(ক) পুরাণ (খ) রামায়ণ
(খ) (গ) উপনিষদ (ঘ) মহাভারত

১১৯. কৌশল্যার পুত্রের নাম কী? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) রাম (খ) ভরত
(ক) (গ) লক্ষ্মণ (ঘ) শত্রুঘ্ন

১২০. রামায়ণে কোন যুগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে? [পাবনা জেলা স্কুল]
(ক) সত্য (খ) দ্বাপর
(গ) (গ) ত্রেতা (ঘ) কলি

১২১. পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে কোন ধর্মগ্রন্থে? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) রামায়ণে (খ) মহাভারতে
(ক) (গ) উপনিষদে (ঘ) বেদে

১২২. আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচিত কোন ধর্মগ্রন্থ?
(ক) রামায়ণ (খ) মহাভারত
(ক) (গ) উপনিষদ (ঘ) বেদ

১২৩. রামায়ণকে বলা হয় কী কাব্য?
(ক) পুরাতন কাব্য (খ) নতুন কাব্য
(গ) (গ) আদি কাব্য (ঘ) অন্ত কাব্য

১২৪. অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হলো— 'x'। এখানে 'x' এর সাথে কোন গ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) উপনিষদ (খ) রামায়ণ
(গ) (গ) বেদ (ঘ) মহাভারত

১২৫. মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত?
(ক) আরবি (খ) ফারসি
(ঘ) (গ) হিন্দি (ঘ) সংস্কৃত

১২৬. বাংলায় অনূদিত রামায়ণের আদর্শ—
(ক) রাণীর কথা (খ) রাজার কথা
(খ) (গ) প্রজার কথা (ঘ) রাজ্যের কথা

১২৭. কেউ পাপ কাজ করলে তার ফল ভোগ করতে হয় যাকে—
(ক) অন্যকে (খ) নিজেকে
(খ) (গ) বাবাকে (ঘ) মাকে

১২৮. আমাদের কোন পথে চলা উচিত?
(ক) সোজা পথে (খ) বাঁকা পথে
(ঘ) (গ) অসৎ পথে (ঘ) সৎ পথে

১২৯. সীতা ও লক্ষণ কার সাথে বনবাসে যায়?
(ক) বীরবাহুর সাথে (খ) রাবণের সাথে
(গ) (গ) রামের সাথে (ঘ) শিবের সাথে

১৩০. সীতাকে হরণ করেন কে?
(ক) রাম (খ) রাবণ
(খ) (গ) লক্ষণ (ঘ) বীরবাহু

১৩১. ভরতের মায়ের নাম কী?
(ক) সারদা দেবী (খ) কৌশল্যা
(ঘ) (গ) সুমিত্রা (ঘ) কৈকেয়ী

১৩২. রাজা হয়েও ভোগবিলাসী জীবনযাপন করেন নি—
(ক) রাবণ (খ) রাম
(ঘ) (গ) বীরবাহু (ঘ) ভরত

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ১৩৩ ও ১৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৩৩. উক্ত গ্রন্থটি লৌকিক জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে?
(ক) কেউ কারও কথা শুনবে না
(খ) সবাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে
(গ) পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সুদৃঢ় হবে
(গ) (ঘ) ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক স্থাপিত হবে না

১৩৪. উক্ত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব—
i. ভাতৃপ্রেম সম্পর্কে
ii. সীতার বনবাস সম্পর্কে
iii. পিতৃ আজ্ঞা পালন সম্পর্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৯৭

১৩৫. সজিব ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার জন্য অধ্যয়ন করবে— [রা. বো. '২৪]
(ক) মহাভারত (খ) চরক সংহিতা
(ক) (গ) মনুসংহিতা (ঘ) পুরাণ

১৩৬. "যথা-ধর্ম তথা-জয়" কোন ধর্ম গ্রন্থের বিষয়বস্তু? [সি. বো. '২৪]
(ক) মহাভারত (খ) বিষ্ণুপুরাণ
(ক) (গ) গীতা (ঘ) রামায়ণ

১৩৭. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে? [সকল বোর্ড '১৬, '১৫]
(ক) কৃত্তিবাস (খ) বাল্মিকী
(গ) (গ) কাশীরাম (ঘ) বেদব্যাস

১৩৮. মহাভারত পাঠের মাধ্যমে ধার্মিক ব্যক্তির ভিতর কোনটি ফুটে ওঠে? [বিশ্ববাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ক প্রসন্নভাব খ পবিত্রতা
গ ভাবান্তর ঘ দৃষ্টিভঙ্গির

১৩৯. যুদ্ধশেষে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কারণ— [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা খ দৈব নির্দেশ পালন
গ বংশের রীতি অনুসরণ ঘ পুনরায় যুদ্ধের প্রকৃতি

১৪০. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচনা করেন—
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ উপনিষদ ঘ বেদ

১৪১. মূল মহাভারত কোন ভাষায় রচিত?
ক বাংলা খ হিন্দি
গ সংস্কৃত ঘ উর্দু

১৪২. পৃথিবীর সকল ঘটনা বিবৃত হয়েছে—
ক রামায়ণে খ বেদে
গ উপনিষদে ঘ মহাভারতে

১৪৩. যারা অধর্ম ও অন্যায় করে তাদেরকে ক্ষমা করেন না—
ক ভগবান খ মানুষ
গ দেবতা ঘ ঋষি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪৪ ও ১৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাতুল রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার বাবা তাকে মহাভারত পাঠের উপদেশ দেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে সে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে।

১৪৪. মহাভারত পাঠের মাধ্যমে রাতুল কীসের নির্দেশ পাবে?
ক কর্মের খ উপার্জনের
গ পারিবারিক জীবনের ঘ বৈবাহিক জীবনের

১৪৫. উক্ত গ্রন্থটির কোন পর্বটি একটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে—
i. ভীষ্মপর্ব
ii. উদ্যোগ পর্ব
iii. বনপর্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯০

প্রশ্ন ১। ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণকে কেন ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হয়?

উত্তর : ধর্মের প্রতি মানুষের যেমন স্বাভাবিক শ্রদ্ধা রয়েছে তেমনি ধর্মগ্রন্থের প্রতিও সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি রয়েছে। এজন্যই ধর্মগ্রন্থ মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান নিয়ে আলোচনা করে। মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করাকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে।

প্রশ্ন ২। ধর্ম কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ধর্ম শব্দটির অর্থ, 'যা ধারণ করে'। ধৃ ধাতু + মন্ (প্রত্যয়) = ধর্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই বলে ধর্ম। ধর্মের বিষয়ে উপদেশ, নির্দেশ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সনাতন বা হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর সকল ধর্মেরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রয়েছে।

আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯১

প্রশ্ন ৩। হিন্দু ধর্মকে কেন বৈদিক ধর্ম বলা হয়?

উত্তর : হিন্দুধর্মের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। বেদে বর্ণিত ধর্মকেই বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ পাঠের মাধ্যমে মানবজাতি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চতুর্বর্গের সন্ধান মেলে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'— অর্থাৎ 'বেদ হিন্দুধর্মের মূল।' এবং বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

প্রশ্ন ৪। ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণের ধারণা দাও।

উত্তর : মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটিকে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং প্রকৃত মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে।

প্রশ্ন ৫। ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : মনুসংহিতায় ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণের সাথে সাথে আরও দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্য লক্ষণগুলো হলো— সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা। এ দশটি লক্ষণের দ্বারা ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ৬। আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে দেখানো হয়েছে কীভাবে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নৈতিক উন্নতি হবে। আরও দেখানো হয়েছে, কীভাবে ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয় এবং বিনাশ সাধন হয়। আরও বর্ণিত হয়েছে, কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ৭। সংহিতা কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বেদ বহুকাল অবিভক্ত ছিল। পরবর্তীতে মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপায়ণ বেদকে চারটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেন। বেদের উক্ত চারটি শ্রেণির এক একটিকে বলা হয় সংহিতা। এখানে সংহিতার অর্থ সংগ্রহ বা সংকলন।

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯২

প্রশ্ন ৮। বেদ সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : বেদ হলো হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বেদ এক অখন্ড জ্ঞানরাশি, যা দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রশ্ন ৯। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : বেদ হচ্ছে ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান বলতে জগৎ ও জীবন এবং এর আদি কারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এ জ্ঞান সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান। এ সত্য স্বরূপের জ্ঞান সৃষ্টি করা যায় না, তা গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং তা কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত হয়নি। তাই বেদ অপৌরুষেয়।

প্রশ্ন ১০। 'বেদঃ অখিল ধর্মমূলম্' এই কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' অর্থাৎ 'বেদ ধর্মের মূল।' বেদ হলো হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি, যা দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ– এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে বৈদিক সাহিত্য এসেছে। বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। যথা– (১) মন্ত্র বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। এই রচনা সমষ্টিকে বৈদিক সাহিত্য বলা হয়, যা দুটি কাণ্ডে আলোচিত হয়; যথা– (ক) কর্মকাণ্ড ও (খ) জ্ঞানকাণ্ড।

প্রশ্ন ১২। উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : উপনিষদ হচ্ছে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অংশ যা বেদের সারবস্তু। এখানে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আর এ ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। এ জন্ম-মৃত্যু মানুষের নিকট বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩। সংক্ষেপে উপনিষদের ধারণা দাও।

উত্তর : উপ-নি-$\sqrt{}$সদ্ যোগে ক্বিপ্ = উপনিষদ্ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'উপ' অর্থ সমীপে, 'নি' অর্থাৎ নিশ্চয়ের সাথে, $\sqrt{}$সদ্ অর্থাৎ বিনষ্ট করা। সুতরাং সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সাথে যে গুহ্যবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাই উপনিষদ। ব্রহ্মবিদ্যা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার নামই হলো উপনিষদ।

প্রশ্ন ১৪। উপনিষদকে কেন রহস্য বলা হয়? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : উপনিষদের একটি অর্থ হলো রহস্য। অতিশয় গভীর ও দুর্জ্ঞেয় বলে এই উপনিষদ বা ব্রহ্ম বিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় যত্রতত্র সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না, তাই এর এক নাম রহস্য। এজন্য উপনিষদ ও রহস্য শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে পড়ে। জগতের সর্বকালের অধ্যাত্ম ভাবনার চরমরূপ হলো এই উপনিষদ।

প্রশ্ন ১৫। প্রধান উপনিষদ কাকে বলে এবং সেগুলির নাম লেখ।

উত্তর : উপনিষদের সংখ্যা দুই শতাধিক। এর মধ্যে রয়েছে বারোটি প্রসিদ্ধ উপনিষদ। এই বারোটির মধ্যে মাণ্ডুক্য ব্যতীত অন্য এগারোটি উপনিষদ শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিধায় সেগুলোকে প্রধান উপনিষদ বলা হয়। প্রধান উপনিষদগুলো হলো– ঐতরেয়, কৌষীতকি, বৃহদারণ্যক, ঈশ, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য কেন, প্রশ্ন ও মুণ্ডক।

উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৩

প্রশ্ন ১৬। উপনিষদকে কেন বেদান্ত বলা হয়?

উত্তর : উপনিষদ হলো বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। কারও কারও মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা শেষ প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত এতে সংগৃহীত, সেজন্য একে বেদান্ত বলা হয়। ব্রহ্ম বিদ্যাই বেদের সার, এজন্য এর নাম বেদান্ত এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলে এর অপর নাম উপনিষদ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নাশ করে জ্ঞানী ও মুক্তিকামী জীবকে পরব্রহ্মের নিকটে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৭। সংহিতোপনিষদ কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : উপনিষদ বা বেদান্ত রহস্যাবৃত ব্রহ্ম বিদ্যার শাস্ত্র। যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রের বাণী শ্রবণে ব্রতী হন, একমাত্র তাঁরাই বেদান্ত তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। উপনিষদগুলো সাধারণ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ, তবে ঈশোপনিষদটি সংহিতার সঙ্গে যুক্ত। তাই এটিকে সংহিতোপনিষদ বলা হয়; আর অন্যগুলোকে বলা হয় ব্রহ্মোপনিষদ।

প্রশ্ন ১৮। উপনিষদ আমাদেরকে কেমন মানুষ হতে শিক্ষা দেয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সাথে সর্বদাই যুক্ত। উপনিষদ শিক্ষা দেয় কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা, কেননা জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় বা ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ। তাই একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত।

প্রশ্ন ১৯। উপনিষদ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে জীবনের গূঢ় রহস্য জানা যায়। এর শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না এবং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে। 'জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়' উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। তাই আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেতে পারি।

প্রশ্ন ২০। উপনিষদের শিক্ষা কি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? ধারণা দাও।

উত্তর : হ্যাঁ, উপনিষদের শিক্ষা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কেননা, উপনিষদের মতে সবকিছুই ব্রহ্মময় অর্থাৎ জগতের সবকিছুই এক পরব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। তাই কাউকে হিংসা করা, কারও ক্ষতি করা মানে নিজেকেই হিংসা করা, নিজেরই ক্ষতি করা। সেজন্য উপনিষদ সকলকে আত্মবৎ দর্শন করতে বলে। এভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি।

উপাখ্যান ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৪

প্রশ্ন ২১। আরুণি ও শ্বেতকেতুর পরিচয় দাও।

উত্তর : উপনিষদের 'আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ' উপাখ্যানে পুরাকালে আরুণি নামে মহাজ্ঞানী এক ঋষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। শ্বেতকেতুর যখন বারো বছর হলো তখন ঋষি আরুণি তাকে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করেন। বারো বছর গুরুগৃহে থেকে শ্বেতকেতু যখন অহংকারী, অবিনীত ও পণ্ডিত হয়ে ফিরে আসে তা দেখে তাঁর পিতা তখন তাঁকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করে তাঁকে সংশোধিত করেন।

প্রশ্ন ২২। 'বহু স্যাম' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : আরুণি শ্বেতকেতুকে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেন, এ জগৎ পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি চিন্তা করলেন, 'বহু স্যাম' অর্থাৎ বহু হব। তারপর তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। তেজ থেকে জল উৎপন্ন হলো। জল থেকে অন্ন সৃষ্টি হলো। অন্ন থেকে মন, জল থেকে প্রাণ এবং তেজ থেকে বাক– এর উৎপত্তি। এভাবেই সেই সৎরূপ ব্রহ্ম তার শক্তিকে 'বহু স্যাম'– বহুরূপে বিস্তার করলেন।

প্রশ্ন ২৩। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'– কথাটির অর্থ কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'– কথাটির অর্থ হলো সবকিছুই ব্রহ্মময়। আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেন যে, আত্মাকে জানতে পারলেই ব্রহ্মকে জানা যায়। ঠিক যেভাবে একখণ্ড সুবর্ণকে জানার মাধ্যমে সকল সুবর্ণের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেভাবেই জগতের সবকিছুই যে ব্রহ্মের শক্তির প্রকাশ তা জানার মাধ্যমেই ব্রহ্ম বা সৎবস্তুকে জানা যায়।

ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৬

প্রশ্ন ২৪। রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি কর্তৃক রচিত একটি ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণকে বলা হয় আদি কাব্য। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থে আছে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়। এ গ্রন্থে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনী ও উপাখ্যান। এসব উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ২৫। রামায়নের রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : আমরা রামায়ণের রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে এই শিক্ষা লাভ করি যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে, সেটার ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই তার ভাগীদার হবে না। শুধু উপদেশ প্রদানই নয়, গ্রহণ করার মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাহিনি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ২৬। রামায়ণে কোন কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে, পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেমে নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ। যেমন– রাজা দশরথের সত্যরক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গমন। রামের সাথে সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাসে গমন– পতিপ্রেমের ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ।

প্রশ্ন ২৭। সংক্ষেপে ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : মাতা কৈকেয়ীর আচরণে ভরত ক্ষুব্ধ হয়ে বড় ভাই রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে গমন করেন। রাম ফিরে না এলে ভরত তার পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রামের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভরত রাজা হয়েও ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেননি। রাজসিংহাসনে বসেও বড় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে বনবাসীর মতো জীবনযাপন করে ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রশ্ন ২৮। রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না– বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে যেন কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু আদর্শ রাজার মতো প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। এ জন্যই বলা হয় যে, রামের মতো রাজা কখনো ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না।

ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৭

প্রশ্ন ২৯। মহাভারত সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : মহাভারত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মহাভারতের বিষয়বস্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনি। এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে, 'যথা-ধর্ম-তথা-জয়'। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত হলেও এ গ্রন্থে সংযোজিত নানা আখ্যান-উপাখ্যানের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে ধর্মের ও ধার্মিকের কথা এবং অধর্ম ও অধার্মিকের কথা।

প্রশ্ন ৩০। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : মহাভারতে বর্ণিত নানা আখ্যান-উপাখ্যানের দ্বারা আমরা দেখতে পাই, ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর পরিণামে তাদের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়। অধার্মিকের পরিণামে পরাজয় ও ধ্বংস হয়। মহাভারতে এ সমস্ত কাহিনি ও উপকাহিনি মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত হতে এবং অধর্ম ও অন্যায়ের পথ পরিহার করতে শিক্ষা প্রদান করে।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯০

প্রশ্ন ১। ধর্ম কাকে বলে? [রা. বো. '২৪]
উত্তর : যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকে ধর্ম বলে।

প্রশ্ন ২। ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? [ম. বো. '২৪]
উত্তর : মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ।

প্রশ্ন ৩। ধর্মের মূলকথা কী? [এন. কে. এম. হাই স্কুল এন্ড হোমস, নরসিংদী]
উত্তর : ধর্মের মূলকথা হচ্ছে ঈশ্বরকে ভক্তি করা।

প্রশ্ন ৪। ধৃ ধাতুর সাথে কোন প্রত্যয় যোগ হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি? [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : ধৃ ধাতুর সঙ্গে মন্ প্রত্যয় যোগ হয়ে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

প্রশ্ন ৫। 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ হলো 'যা ধারণ করে'।

প্রশ্ন ৬। ধর্মের অঙ্গ কী?
উত্তর : মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ অথবা শ্রবণ করাকে ধর্মের অঙ্গ বলে অভিহিত করে।

আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা
▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯১

প্রশ্ন ৭। ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি? [সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি।

প্রশ্ন ৮। ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি কী কী?
উত্তর : ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি হলো– বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী।

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯২

প্রশ্ন ৯। বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? [সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]
উত্তর : বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। তথা– ১. মন্ত্র বা সংহিতা, ২. ব্রাহ্মণ, ৩. আরণ্যক ও ৪. উপনিষদ।

প্রশ্ন ১০। বৈদিক ধর্ম কাকে বলে?
[ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]
উত্তর : বেদে বর্ণিত ধর্মকেই বৈদিক ধর্ম বলে।

প্রশ্ন ১১। কোন গ্রন্থের অপর নাম রহস্য? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : উপনিষদের অপর নাম রহস্য।

প্রশ্ন ১২। বেদের ওপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে? [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
উত্তর : বেদের ওপর ভিত্তি করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে।
প্রশ্ন ১৩। বেদান্ত কী? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
উত্তর : বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের বলে উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত।
প্রশ্ন ১৪। বেদ সম্পর্কে মনুসংহিতায় কী লিখিত হয়েছে?
উত্তর : বেদ সম্পর্কে মনুসংহিতায় লিখিত হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'—অর্থাৎ 'বেদ ধর্মের মূল।'
প্রশ্ন ১৫। উপনিষদ কী?
উত্তর : গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সাথে যে গুহ্যবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাই উপনিষদ।
প্রশ্ন ১৬। উপনিষদের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : উপনিষদের সংখ্যা দুই শতাধিক।
প্রশ্ন ১৭। প্রসিদ্ধ উপনিষদ কতটি?
উত্তর : প্রসিদ্ধ উপনিষদ বারোটি।

উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৩

প্রশ্ন ১৮। উপনিষদের শিক্ষা কী?
উত্তর : উপনিষদের শিক্ষা হলো 'জগতের সব কিছুই ব্রহ্মময়'। উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব কিছু ব্রহ্মজ্ঞান করা।
প্রশ্ন ১৯। উপনিষদ কোন কাণ্ডের অন্তর্গত?
উত্তর : উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত।

উপাখ্যান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৪

প্রশ্ন ২০। ঋষি আরুণির পুত্রের নাম কী? [কু. বো. '২৪]
উত্তর : ঋষি আরুণির পুত্রের নাম শ্বেতকেতু।
প্রশ্ন ২১। আরুণি কে ছিলেন? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২৪, '২০]
উত্তর : আরুণি একজন মহাজ্ঞানী ঋষি ছিলেন।
প্রশ্ন ২২। শ্বেতকেতু কে?
উত্তর : মহাজ্ঞানী ঋষি অরুণির পুত্র শ্বেতকেতু।

ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৬

প্রশ্ন ২৩। রামায়ণ কে রচনা করেন? [য. বো. '২৪]
উত্তর : আদি কবি বাল্মিকী মুনি রামায়ণ রচনা করেন।
প্রশ্ন ২৪। বাল্মীকী মুনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]
উত্তর : বাল্মীকী মুনি রামায়ণ রচনা করেন।
প্রশ্ন ২৫। রাজা দশরথের পরিবারের পরিচয় দাও। [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
উত্তর : রাজা দশরথের ছিল তিন রানী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম। কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। আর সুমিত্রার দুই ছেলে— লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন।
প্রশ্ন ২৬। কোন ধর্মগ্রন্থকে আদিকাব্য বলা হয়? [খুলনা জিলা স্কুল]
উত্তর : রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য।
প্রশ্ন ২৭। লঙ্কাকান্ড ও কুরুক্ষেত্র কোন যুগের? [বি. কে. জি. সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
উত্তর : লঙ্কাকান্ড ও কুরুক্ষেত্র প্রাচীন যুগের।
প্রশ্ন ২৮। রামের কত বছর বনবাস হয়েছিল? [সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
উত্তর : রামের ১৪ বছরের জন্য বনবাস হয়েছিল?
প্রশ্ন ২৯। রামায়ণকে কী বলা হয়?
উত্তর : রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয়।
প্রশ্ন ৩০। রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
উত্তর : রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কাজ করে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।
প্রশ্ন ৩১। বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন কে?
উত্তর : কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন।
প্রশ্ন ৩২। ভরত ও লক্ষণের আচরণে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি?
উত্তর : ভারত ও লক্ষণের আচরণে আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের শিক্ষা লাভ করি।
প্রশ্ন ৩৩। রামের রাজত্ব সম্পর্কে কী প্রবাদ আছে?
উত্তর : রামের রাজত্ব সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৭

প্রশ্ন ৩৪। মহাভারত রচনা করেন কে? [চ. বো. '২৪]
উত্তর : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন।
প্রশ্ন ৩৫। বাংলা মহাভারত কে রচনা করেন?
উত্তর : কাশীরাম দাস বাংলা মহাভারত রচনা করেন।
প্রশ্ন ৩৬। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কী প্রমাণ হয়েছে?
উত্তর : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে, "যথা-ধর্ম তথা জয়।"
প্রশ্ন ৩৭। মহাভারত পাঠ করে আমরা কী শিক্ষা লাভ করি?
উত্তর : মহাভারত পাঠ করে আমরা ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হই, মানবিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি, জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস পাই।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯০

প্রশ্ন ১। ধর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : ধর্ম শব্দের অর্থ 'যা ধারণ করে'। ধর্ম=ধৃ-ধাতু + মন্ (প্রত্যয়)। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। মানুষ যা হৃদয়ে ধারণ করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকে ধর্ম বলে। ধর্ম নৈতিক শিক্ষার সহায়ক। ধর্মের মূল ঈশ্বর।
প্রশ্ন ২। ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : মানব জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য যেসব উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে, তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মাচার, ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মানুষ্ঠান ও ইতিহাস আশ্রিত উপাখ্যান প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ।

আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯১

প্রশ্ন ৩। 'আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক'—বুঝিয়ে লেখ। [ম. বো. '২৪]
উত্তর : ধর্মগ্রন্থে আছে, বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম কীভাবে পরাজিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, কী করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নৈতিক উন্নতি হবে। আর এ কথাও বর্ণিত আছে, কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪। নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
[ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। এ সকল আখ্যান ও উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়। তাই নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯২

প্রশ্ন ৫। কাকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৪]

উত্তর : উপনিষদকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়।

বৈদিক সাহিত্যের রচনা সমষ্টিকে দুইটি কান্ডে তথা কর্মকান্ড ও জ্ঞান কান্ডে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে জ্ঞানকান্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞান কান্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়।

প্রশ্ন ৬। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বেদ দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা ইত্যাদি সবই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৩

প্রশ্ন ৭। উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। [য. বো. '২৪]

উত্তর : উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না এবং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেম দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। 'জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়' উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্বব্রহ্মান্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। তাই আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সকলকে নিজের মতো করে দেখা। উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেতে পারি।

প্রশ্ন ৮। কোন শিক্ষা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না? ব্যাখ্যা কর।
[দি. বো. '২৪]

উত্তর : উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে। যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়, উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যা কিছু আছে সব এক। কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই। আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

উপাখ্যান ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৪

প্রশ্ন ৯। শ্বেতকেতুর পরিচয় দাও।

উত্তর : উপরিষদের 'আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদ' নামক উপখ্যানে মহাজ্ঞানী আরুণি ঋষির একমাত্র পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। যিনি বারো বছর গুরুগৃহে থেকে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে অহংকারী, অবিনীত ও পন্ডিত হয়ে গৃহে ফিরে এসেছিলেন।

ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৬

প্রশ্ন ১০। কেন রাজা রাম স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : প্রজাদের মন রক্ষার্থে রাজা রাম স্ত্রী সীতাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসলেও প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি তাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি।

প্রশ্ন ১১। মন্থরা কৈকেয়ীকে কেন কুপরামর্শ দিয়েছিল?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী বলেছিলেন সময় অনুযায়ী চেয়ে নেবে। তারপর রামের যখন রাজ্যাভিষেত হবে তখন মন্থরা দাসী কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিয়েছিলেন রামের পরিবর্তে নিজের ছেলে ভরতকে রাজা বানানোর জন্য।

ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৯৭

প্রশ্ন ১২। নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
[খুলনা জিলা স্কুল]

উত্তর : 'মহাভারত' অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মহাভারতে বহু কাহিনী ও উপকাহিনী রয়েছে। এ সমস্ত কাহিনী উপকাহিনী মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। তাই নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

অমিয় তার বন্ধুদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজের পাশাপাশি একটি শিশুদের অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে। আশ্রমের জন্য তারা চাঁদা দেয়। কখনও বা প্রয়োজনে জোর করে চাঁদা তুলে কিংবা চুরি করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও টাকা সংগ্রহ করে। কারণ সে মনে করে অনাথ শিশুগুলোকে বাঁচাতে হলে সবসময় ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলবে না। কিন্তু অমিয়র বাবা বলেন, 'চুরি করা বা জোর করে চাঁদা আদায় উচিত নয়, সৎপথে উপার্জনের মাধ্যমেই ভালো কাজ করতে হয়'।

ক. কোন্ গ্রন্থ পাঠ করলে ধর্মের লক্ষণগুলো সম্বন্ধে জানা যায়? ১
খ. নৈতিকতা গঠনে উদ্দীপকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অমিয়র আচরণে ধর্মের যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'অমিয়র বাবার উপদেশ নৈতিকতা গঠনে একান্ত সহায়ক' —তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক 'মনুসংহিতা গ্রন্থ' পাঠ করলে ধর্মের লক্ষণগুলো জানা যায়।

খ উদ্দীপকে নৈতিকতার শিক্ষা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আলোচিত হয়েছে। এখানে অমিয় তার বন্ধুদের নিয়ে সমিতির জন্য অনেক সময় জোর করে চাঁদা আদায় করত। উদ্দেশ্য ভালো হলেও চাঁদা আদায়ের বিষয়টি নৈতিকতার প্রশ্নে বিদ্ধ ছিল। কারণ চুরি করা টাকা বা জোর করে চাঁদা আদায় কোনো নৈতিক পথ নয়। আর সৎ পথে উপার্জনের মাধ্যমেই ভালো কাজ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে অমিয়ের মাঝে মনুসংহিতার ধর্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলা হয় তার মধ্যে 'জীবের প্রতি দয়া' লক্ষণটি প্রকাশ পেয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য অমিয় এবং তার বন্ধুরা মিলে আশ্রম গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে মানবপ্রেমে দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। তবে অমিয় চাঁদার টাকা অনেক সময় জোর করে আদায় করত। যা ধর্ম গ্রহণ করে না। তাই তার বাবা তাকে শুধরে দেয়। অমিয়র আচরণের মাধ্যমে আমরা দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।

ঘ 'অমিয়র বাবার উপদেশ নৈতিকতা গঠনে একান্ত সহায়ক'— কথাটি সঠিক ও যথার্থ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত অমিয় অনাথ আশ্রম পরিচালনার জন্য চাঁদা আদায় করত। অনেক ক্ষেত্রে জোর করে চাঁদা আদায় করত। অমিয় মনে করত অনাথ শিশুগুলোকে বাঁচাতে হলে সবসময় ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলে না। কিন্তু তার এ চিন্তা সঠিক ছিল না। চুরি না করাই ধর্ম। সুতরাং চুরি করা অধর্ম। আর অধর্ম করে ধর্মের কাজ হয় না। তাই তার বাবা তাকে সৎপথে টাকা উপার্জন করে আশ্রম পরিচালনার অর্থ যোগার করতে বলেন। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কাজ যত দরকারিই হোক না কেন তা করতে গিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। সৎ উদ্দেশ্যে অবশ্যই সৎভাবে কর্তব্য কর্ম পালন করতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আশ্রম কাজটি যত দরকারি হোক তার চাঁদা আদায় করতে গিয়ে চুরি বা জবরদস্তি করলে মূল ধর্ম থেকে উদ্দেশ্যটি বিপরীতে সরে যাবে। উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, অমিয়ের বাবার উপদেশ নৈতিকতা গঠনে একান্ত সহায়ক ছিল।

প্রশ্ন ২ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

মিতালীর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে শিক্ষক তাকে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। কিছু শিক্ষার্থী মিতালীকে সমর্থন জানালে তাদের সহযোগিতায় মিতালী যোগ্যতার সাথে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে। এতে শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীই খুশি। কিন্তু প্রিতম ও কিছু শিক্ষার্থী এটা মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। তারা মিতালীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে শিক্ষক মিতালীকে সরিয়ে প্রিতমকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে মিতালীকে দায়িত্বে ফিরিয়ে দেন এবং অভিযোগকারীদের সংশোধন হতে বলেন।

ক. কে বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ করেন? ১
খ. মহাভারতে কুরু ও পান্ডবদের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কেন বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রিতমের আচরণিক বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তুর কোন চরিত্রের প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অনুচ্ছেদের ঘটনায় বর্ণিত শিক্ষকের ভূমিকা তোমার পঠিত মহাভারতের বিষয়বস্তু শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫

ক 'কাশীরাম দাস' বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

খ মহাভারতে কুরু ও পান্ডবদের যুদ্ধ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে 'যথা ধর্ম, তথা জয়' অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরে তথা ধর্মে বিশ্বাস করেন যুদ্ধের ময়দানে তিনিই জয় লাভ করেন। মূলত ধর্মরক্ষাকারীকে বা ধর্মপালনকারীকে কেউ কখনও ধ্বংস করতে পারে না। শত প্রতিকূলতার মাঝেও যিনি ধর্ম পালন করে তারই জয় হয়। এ কারণে মহাভারতে কুরু পান্ডবদের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ।

গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রিতমের আচরণিক বৈশিষ্ট্য আমার পাঠ্যপুস্তকের মহাভারতের দুর্যোধন চরিত্রের প্রতিফলন।

মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকে মিতালীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রিতম শিক্ষকদের কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। শিক্ষক মিতালীকে সরিয়ে প্রিতমকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু প্রিতমের শেষ রক্ষা হয় নি। সত্য জানাজানি হয়ে গেলে মিতালী তার দায়িত্ব আবার ফিরে পায় কিন্তু প্রথম মিথ্যার কাজে পরাজয় স্বীকার করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মিথ্যা সত্য তথা ধর্মের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। মিথ্যা পরাজিত হবেই।

ঘ বাংলায় একটি প্রবাদ আছে— 'যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে' মূলত সকল বিষয়ের সারসংক্ষেপ হলো মহাভারত। আমরা মহাভারতের সাথে ব্যক্তি শিক্ষকের সামঞ্জস্য তুলে ধরতে পারি। মহাভারত যেমন বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্ট এবং সহজ সমাধান দিয়ে থাকে, অনুচ্ছেদে শিক্ষকও তেমনি সত্য ঘটনা জেনে তার সমাধান প্রদান করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে, যারা অধর্ম ও অন্যায় কাজ করে এবং অপরের বস্তু বা মর্যাদা কেড়ে নেয় বা নিতে চায় ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না। সাময়িকভাবে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্ষমতার দম্ভ দেখা গেলেও পরিণামে তাদের পতন অনিবার্য। অনুচ্ছেদে প্রিতম মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মিতালীর নিকট থেকে তার দায়িত্ব কেড়ে নিলেও ভগবান প্রিতমকে সেই ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ বেশিদিন দেন নি। শিক্ষক সত্য জানতে পেরে প্রিতমের নিকট থেকে দায়িত্ব নিয়ে আবার মিতালীর কাছে অর্পণ করেন। এর মাধ্যমে মহাভারতের শিক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। প্রিতমের হিংসার বিষময় ফল আর মিতালীর অহিংসার যে শুভ ফলপ্রাপ্তি তার প্রতিফলনই উদ্দীপকের মূল আলোচ্য বিষয়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

পার্থ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কোনো সমস্যায় পড়লেই তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাতেও সমাধান না পেলে পর্যায়ক্রমে স্মৃতিশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করেন। অন্যদিকে, হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এ গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।

ক. ধর্ম কাকে বলে? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. হৃদয় বাবু কোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'পার্থ বাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কাজ করেছে' —মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকে ধর্ম বলে।

খ হিন্দুধর্মের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ। বেদে বর্ণিত ধর্মকেই বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ পাঠের মাধ্যমে মানবজাতি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চতুর্বর্গের সন্ধান মেলে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'— অর্থাৎ 'বেদ হিন্দুধর্মের মূল।' এবং বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

গ হৃদয় বাবু হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ অধ্যয়ন করেন।
উদ্দীপকের হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। যা বেদকে নির্দেশ করছে।

পাঠ্যবই হতে জানতে পারি, বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ একটি অখন্ড ও বিশাল জ্ঞানরাশি। যার দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। এছাড়াও বেদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় প্রতিভাত হয়েছে। বেদের দুটি কান্ড। যথা— কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড। বেদে বর্ণিত কর্মকান্ড হতে আমরা মন্ত্র, যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান আচার-নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারি। আর জ্ঞানকান্ডে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে জানতে পারি। বেদে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা রয়েছে। যে জ্ঞান মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যাই বেদের সার, তাই একে বেদান্তও বলা হয়। এই জ্ঞান অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা দূর করে পরমব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এই গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মকর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এখানে নির্দেশিত ধর্মগ্রন্থটি হলো বেদ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের হৃদয় বাবু বেদ ধর্মগ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন।

ঘ পার্থ বাবুর মধ্যে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের যে ৪টি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে।— মন্তব্যটি যথার্থ এবং আমি এর সাথে একমত।
উদ্দীপকে দেখতে পাই, পার্থ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি, তিনি কোনো সমস্যায় পড়লে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদের সাহায্য নেন, তাতে সমাধান না হলে স্মৃতিশাস্ত্রসহ সদাচার ও বিবেকের বাণীর আশ্রয় নেন।
আমরা জেনেছি যে, যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে, তাকেই ধর্ম বলে। মনুসংহিতায় ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে—

বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥
(মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী —এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে।
আমাদের সকলেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও পবিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। এ কল্যাণবোধই ধর্ম। সুতরাং বলা যায়, পার্থ বাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো কাজ করেছে।

প্রশ্ন ৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪
শিক্ষক বিমল বাবু দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝিয়ে শ্রেণিপাঠ সমাপ্ত করেন। অপরদিকে, রহিত ছিল ন্যায়পরায়ণ। সে পিতাকে খুবই ভালোবাসত। পিতার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। অন্যের সুখের জন্য নিজের প্রাণপ্রিয় কোনো কিছুকে ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করত না।

ক. ঋষি আরুণির পুত্রের নাম কী? ১
খ. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষক বিমল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য যে লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রহিত পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে, তার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৫

ক ঋষি আরুণির পুত্রের নাম শ্বেতকেতু।

খ উপনিষদ জ্ঞান কান্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতিশয় গভীর এবং দুর্জ্ঞেয় বলে এই উপনিষদ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় যত্রতত্র সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না। তাই এর এক নাম রহস্য। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়।

গ শিক্ষক বিমলবাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। নিম্নে পাঠ্যপ্রস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

মনুসংহিতায় ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।'

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা-এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সবকিছুর মূলে ঈশ্বর। সুতরাং ধর্মের মূলও ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ভক্তি করা ধর্মের মূল কথা। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলা সকলেরই কর্তব্য, যা ধর্মের বিপরীত তাই অধর্ম। যেমন— চুরি করা অধর্ম। সুতরাং চুরি না করা ধর্ম। অতএব চুরি করা উচিত নয়। কারণ এতে অধর্ম হয়। অধর্ম নৈতিকতাবিরোধী। ধর্ম নৈতিক শিক্ষার সহায়ক। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এবং তাতে বর্ণিত নিয়মগুলো পালন করে আমরা আমাদের জীবনকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলব।
উদ্দীপকের শিক্ষক বিমল বাবু ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে মনুসংহিতায় বর্ণিত ধর্মের লক্ষণসমূহের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য বুঝিয়ে দেন যা ধর্মের এই লক্ষণগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের রহিত এর মতো পিতার আদেশ পালনকারী পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনি যা 'রামায়ণ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তার শিক্ষা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচিত। এ গ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপকার্য করে, সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে।

রামায়ণে আছে, পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেমের নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ। যেমন— পিতা দশরথের সত্যরক্ষা করতে রামের রাজত্ব ত্যাগ ও চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন। রামের সাথে সীতা ও লক্ষ্মণের বনবাস গমন— পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। বনবাসের কালে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ এবং রাম

কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণ ও রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং সত্যের জয়েরই প্রমাণ হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতের ত্যাগ থেকে আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের শিক্ষা লাভ করি। রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্ত্রী সীতাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। এতে আমরা রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

এ সকল উদাহরণ আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা জোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করে ক্লাস শেষ করেন। অন্যদিকে, দীপক ছিল সৎ ন্যায়পরায়ণ। সে পিতার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে কোনো কিছু ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অন্যের সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করে।

ক. মহাভারত রচনা করেন কে? ১

খ. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে যে বিষয়ের আলোচনা করেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দীপকের মধ্যে পিতার আদেশ পালনের জন্য পাঠ্যপুস্তকের 'মূল্যবোধ ও নৈতিকতা' গঠনের যে কাহিনি বর্ণিত আছে তার শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৫

ক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন।

খ উপনিষদ হচ্ছে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অংশ যা বেদের সারবস্তু। এখানে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আর এ ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। এ জন্ম-মৃত্যু মানুষের নিকট বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয়।

গ শিক্ষক শিমুল বাবু হিন্দুধর্ম ক্লাসে আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা বা গুরুত্ব পড়াতে 'মুনসংহিতার' বিষয় আলোচনা করেছেন।

ধর্ম হচ্ছে যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে। আর মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ। তাই আমাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। যার মাধ্যমে আমরা জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং জীবন চলার প্রয়োজনীয় সব পেতে পারি। আমাদের সবার ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। তাছাড়া এ গুণটির জন্য মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

উদ্দীপকের শিমুল বাবু 'মনুসংহিতার' আলোচনা করছিলেন। মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটিকে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের সদাচার থেকে শিক্ষা নিতে হয়। এতেও সমাধান না হলে নিজের বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়।

এছাড়াও মনুসংহিতায় সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও ক্রোধহীনতা —এ দশটি বাহ্য লক্ষণের কথাও বলা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সবকিছুর মূলে ঈশ্বর। সুতরাং ধর্মের মূলেও ঈশ্বর। ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলাই ধর্ম। আর যা ধর্ম নয়, তাই অধর্ম। অধর্ম নৈতিকতাবিরোধী।

ঘ ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

প্রদীপ বাবু একটি সংগঠনের সভাপতি। তিনি তার পরিবার এবং সংগঠনের সকল সদস্যের সমস্যা সমাধান করেন। তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী উজ্জ্বল বাবু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি ভাইদের সম্পত্তি নিজের নামে করে নেন। এতে ভাইদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল বাবু সবদিক দিয়ে পরাজিত হন।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১

খ. কাকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রদীপ বাবুর কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই, তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। তথা— ১. মন্ত্র বা সহিংতা, ২. ব্রাহ্মণ, ৩. আরণ্যক ও ৪. উপনিষদ।

খ উপনিষদকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়।

বৈদিক সাহিত্যের রচনা সমষ্টিকে দুইটি কান্ডে তথা কর্মকান্ড ও জ্ঞান কান্ডে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে জ্ঞানকান্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকতা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞান কান্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্য বিদ্যাও বলা হয়।

গ প্রদীপ বাবুর কর্মকান্ডের মধ্যে রামায়ণের আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মিল রয়েছে।

রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেমে নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য ও আনুগত্য প্রকাশ।

শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ মহারাজ একসময় তাঁর পত্নী কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। পরে যখন তিনি বর চেয়ে নেন তখন দশরথ মহারাজের সত্য কিংবা অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য শ্রীরামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গমন করতে হয়। এছাড়া রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ পিতার মতো প্রজাবৎসল আদর্শ রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে এবং রাজ্যের সকল সমস্যা সমাধান করতে দেখা যায়। কথায় আছে, রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

উদ্দীপকের প্রদীপ বাবুও পরিবার ও সংগঠনের সকল সদস্যের সমস্যা সমাধান করেন এবং তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাই পাঠ্যপুস্তকের শ্রীরামচন্দ্রের দায়িত্ব-কর্তব্যপরায়ণতা ও সত্য অঙ্গীকার পালনের সাথে প্রদীপ বাবুর চরিত্রের মিল নিশ্চিতভাবেই নির্ণয় করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উজ্জ্বল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে পাঠ্যবইয়ের মহাভারতের কৌরব ও পান্ডবদের কথা। উজ্জ্বল ও তার ভাইদের ঘটনা থেকে মহাভারতের যে শিক্ষা আমরা পাই তা হলো— যথা ধর্ম তথা জয়।

মহাভারত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের বিষয়বস্তু কৌরব ও পান্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী। কুরুক্ষেত্রে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, 'যথা ধর্ম তথা জয়'। ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর পরিণামে তাদের সবদিক থেকে মঙ্গল হয়। আর অধার্মিকের পরিণামে পরাজয় ও সবদিক থেকে ধ্বংস বা অমঙ্গল সাধন হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার শিক্ষা দেয়। মহাভারতে আমরা দেখি দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে, পাণ্ডবগণ তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা উদ্দীপকে দেখতে পাই উজ্জ্বল বাবুও তার ভাইদের সাথে ছলনা করে তাদের সম্পদ নিজের নামে করে নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই সবদিক থেকে পরাজিত হন। তাই তাদের এই ঘটনা থেকে মহাভারতের ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন ৭ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

হিন্দুধর্মের শিক্ষক পরিতোষ বাবু শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বললেন। দিবাকর লিখল—

→ ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ←
ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা—
• বেদ • স্মৃতি • সদাচার • বিবেকের বাণী

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতার আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের প্রথম বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ' —বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক আরুণি একজন মহাজ্ঞানী ঋষি ছিলেন।

খ হিন্দুধর্মের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ।

বেদে বর্ণিত ধর্মকেই বৈদিক ধর্ম বলা হয়। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ পাঠের মাধ্যমে মানবজাতি, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি চতুর্বর্গের সন্ধান মেলে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্।' অর্থাৎ বেদ হিন্দুধর্মের মূল এবং বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

গ উদ্দীপকে দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের ৪টি বিশেষ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হলো– বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী।

ধর্ম হচ্ছে তাই, যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন-যাপন করতে পারে। আমাদের সকলেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই সে পশুর সমান; আর ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে, জেগে ওঠে পবিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতায় ধর্মের ৪টি বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে–

'বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥' (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী। এ চারটি হলো ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো বেদ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে ধর্ম এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তখন নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নৈতিক মূল্যবোধ বিচারে যা ভালো কাজ তা ধর্মসম্মত; যা ভালো নয়, তা করলে অধর্ম হয়। এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে।

ঘ দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের প্রথম বিশেষ লক্ষণটি হচ্ছে বেদ। এবং এই বেদকে কেন্দ্র করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ। এর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

বেদ হচ্ছে হিন্দুদের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। আর এই বেদকে আশ্রয় করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে। তাই হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের লব্ধজ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে এসেছে। তারপর লিপি আবিষ্কারের পর ধীরে ধীরে এ সমস্ত জ্ঞান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বেদ এমনই একটি গ্রন্থ যাতে ঐশ্বরিক তত্ত্ব, ইহলোক ও পরলোকের কথা, শ্রেয় ও প্রেয়র কথা। নানা আখ্যান-উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা, রাজবংশের কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ড সম্পর্কে নানা রহস্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা যে ব্রহ্ম সেই সম্পর্কে যে অজানা তত্ত্ব তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। বেদের মাধ্যমে মানবজাতি, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি চতুর্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। তাই বেদকে ধর্মের মূল হিসেবে বলা হয়েছে, 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম।'

সুতরাং বলা যায়, হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বেদকে কেন্দ্র করেই হিন্দু ধর্ম বিকশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৮ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

দৃশ্যকল্প-১ : শিশির ছোটবেলা থেকেই তার মায়ের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়েছে। এভাবে সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জেনেছে ও সৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে বিশেষভাবে লেখা বই সম্পর্কে জেনেছে।

দৃশ্যকল্প-২ : নীতিহীন ও ছলনাকারী তিমির বাবু তার বড় ভাই মৃত সমীর বাবুর ছেলেকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিমির বাবু মৃত সমীর বাবুর ধার্মিক ছেলের কাছে পরাজিত হয় এবং ধর্মের জয় হয়।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
খ. কোন শিক্ষা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এ শিশির যে বই সম্পর্কে জেনেছে তার পরিচিতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এর শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৫

ক বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণত চার প্রকার ভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রচনার সমষ্টি বোঝায়। যেমন– মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

খ উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে। যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়, উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব এক। কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই। আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

গ দৃশ্যকল্প-১-এ শিশির 'বেদ' সম্পর্কে জেনেছে।

'বেদ' একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। বেদের দুটি কান্ড রয়েছে। যথা– কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড। কর্মকান্ডে আছে মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, অনুষ্ঠান, আচার-নিয়ম পালনের নির্দেশনা। আর জ্ঞানকান্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি রহস্যের কথা। উদ্দীপকে শিশির ছোটবেলা থেকেই তার মায়ের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়েছে। এভাবে সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জেনেছে ও সৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে বিশেষভাবে লেখা বই সম্পর্কে জেনেছে। অতএব বলা যায়, শিশির 'বেদ' সম্পর্কে জেনেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২-এ শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের মহাভারত ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নীতিহীন ও ছলনাকারী তিমির বাবু তার বড় ভাই মৃত সমীর বাবুর ছেলেকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। তিমির বাবু মৃত সমীর বাবুর ধার্মিক ছেলের কাছে পরাজিত হয় এবং ধর্মের জয় হয়। পাঠ্যপুস্তকের মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনি। কুরু-পাণ্ডবদের দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেনতেন প্রকারের প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা।

তাই আমরা দেখি, মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছে। উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধার্মিকের পরিনাম হয় পরাজয় ও ধ্বংস এবং ধার্মিকের জয় হয়।

প্রশ্ন ৯ ▶ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

হিন্দুধর্মের শিক্ষক ধনঞ্জয় পণ্ডিত শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বলেন। শিক্ষার্থী প্লাবন লিখল—

ধর্মের বিশেষ লক্ষণ
ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা—
• বেধ • স্মৃতি • সদাচার • বিবেকের বাণী

ক. ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে? ১
খ. 'আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যক' —বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্লাবনের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতা গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'প্লাবনের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ' —বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তাই ধর্মগ্রন্থ।

খ ধর্মগ্রন্থে আছে, বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম কীভাবে পরাজিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, কী করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নৈতিক উন্নতি হবে। আর এ কথাও বর্ণিত আছে, কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ ৩০১ পৃষ্ঠার ৭(গ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ ৩০১ পৃষ্ঠার ৭(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১০ ▶ ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

সজীব সাধারণ জীবনযাপন করে। সবসময় ন্যায় পথে চলে। অন্যের কোনো কিছু না বলে নেয় না। সে লোভকে আয়ত্তে রেখে সকল কাজ সমাধা করে। অপরদিকে মানস তাদের গ্রামে রাতের বেলায় পালাগান অনুষ্ঠান দেখছিল। পালাগানে সে দেখল ভাইয়ে ভাইয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে। যারা অন্যায়ভাবে অপরের বস্তু কেড়ে নিতে চায় ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন না। তাই এ যুদ্ধ ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ।

ক. বৈদিক ধর্ম কাকে বলে? ১
খ. কেন রাজা রাম স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সজীবের কাজগুলো ধর্মের কোন লক্ষণের পর্যায় পড়ে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মানসের রাতে দেখা পালাগানটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ৫

ক বেদে বর্ণিত ধর্মকেই বৈদিক ধর্ম বলে।

খ প্রজাদের মন রক্ষার্থে রাজা রাম স্ত্রী সীতাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে ভালোবাসলেও প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি তাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি।

গ সজীবের কাজগুলো ধর্মের বাহ্য লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে।

ধর্মের কতগুলো লক্ষণ রয়েছে। এগুলো ধারণ করে জীবনপথে চলতে পারলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে এবং মানুষ সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারে। উদ্দীপকে দেখা যায়, সজীব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তার ন্যায় পথে চলা, অপরের কোনো কিছু না বলে নেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং লোভকে আয়ত্ত রাখার মধ্য দিয়ে সে ধর্মের বাহ্য লক্ষণগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণ ছাড়াও দশটি বাহ্য লক্ষণও রয়েছে। মনুসংহিতায় ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে–

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।'

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এসব লক্ষণ ধারণ করে জীবনপথে চলাই সকলের কর্তব্য। এর দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করা যায়। সজীবের কাজগুলো ধর্মের উক্ত বাহ্য লক্ষণের পর্যায়েই পড়ে।

ঘ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মানসের রাতে দেখা পালাগান বা মহাভারতের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের মূল্যবোধ গঠনে মহাভারত ধর্মগ্রন্থের শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মহাভারত মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এজন্য সকলেরই মহাভারত পাঠ করে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উদ্দীপকের মানস যে পালাগান দেখেছে সেখানে মহাভারতে বর্ণিত ভাইদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে উক্ত পালাগানটির শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে– 'যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে।' অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনো ঘটনা নেই যা মহাভারতে বিবৃত হয়নি। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব, সংঘাতের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেনতেন প্রকারে প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তাঁর ন্যায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা। মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়েছে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কুরু বংশ ধ্বংস হয়েছে। পাণ্ডবগণ তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যারা ধার্মিক ও ন্যায়ের পথে থাকে ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন। আর যাঁরা অধর্ম ও অন্যায়ভাবে অপরের বস্তু কেড়ে নিতে চায় ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না। সুতরাং বলা যায় যে, মহাভারত পাঠে আমরা ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হই, মানবিকতা ও নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করি।

প্রশ্ন ১১ ▸ রাজশাহী, যশোর, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২০

সুভাষ বাবু প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সেই ধর্মগ্রন্থকে ঘিরে আবার ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্য তৈরি হয়েছে এবং সুভাষ বাবু উপলব্ধি করেন জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই এক, কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো হিংসাদ্বেষ নেই। অপরপক্ষে নগেন বাবু প্রতিদিন আরেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, ভাইদের মধ্যে প্রেম, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও পতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শত্রুদের দমন করা।

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১

খ. নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুভাষ বাবুর পাঠ করা ধর্মগ্রন্থ ঘিরে যে সাহিত্য তৈরি হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নগেন বাবু যে গ্রন্থটি প্রতিদিন পাঠ করেন– মানবজীবনে তার গুরুত্ব অপরিসীম– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৫

ক আরুণি ছিলেন মহাজ্ঞানী একজন ঋষি।

খ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। এ সকল আখ্যান ও উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনে শিক্ষা দেয়। তাই নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ সুভাষ বাবুর পাঠ করা ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। আর এ বেদকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে বৈদিক সাহিত্য।

বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। 'বেদ' মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিমগ্ন হতে হয় গভীর সাধনায়। গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান। আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ধরনের হলেও ধর্মীয় নানা দিক থেকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ সাহিত্যই সুভাষ বাবুর পাঠ করা বৈদিক সাহিত্য।

ঘ উদ্দীপকের নগেন বাবু যে গ্রন্থটি প্রতিদিন পাঠ করেন তা হচ্ছে রামায়ণ। মানবজীবনে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি কতৃক রচিত। রামায়ণকে বলা হয় আদিকাব্য। রামায়ণ অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। এ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। আছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা। আছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। এখানে আছে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি ও উপাখ্যান। এ সকল আখ্যান ও উপাখ্যান আমাদের ধর্মাচরণে উদ্বুদ্ধ করে, মূল্যবোধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায় আর নৈতিকতা গঠনের শিক্ষা দেয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে, সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই তার ভাগীদার হবে না। দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণ করে একজন ঋষিতে পরিণত হন। শুধু উপদেশ প্রদানই নয়, গ্রহণ করার মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কাহিনিটি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়াও এ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে আমরা সদা সৎপথে চলার অনুপ্রেরণা পাব, সবসময় সত্য কথা বলতে শিখব, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করব এবং কাউকে কখনোও দুঃখ দেব না। এজন্য মানবজীবনে এ গ্রন্থ অর্থাৎ রামায়ণ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১২ ▸ ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

সৌমিত্র কখনো অসৎ কাজ করে না। তবে কেউ যদি তার উপর রাগ করে কখনো কোনো কথা বলে না বরং সে তার সাথে বিপরীত আচরণ করে। এজন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। একদিন সৌমিত্রের বাবা বিমল বাবু বড় ধরনের এক বিপদের সম্মুখীন হন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এক সাধুর পরামর্শ নেন। বিপদমুক্ত হওয়ার পর তিনি সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ক. কোন গ্রন্থের অপর নাম রহস্য? ১

খ. বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সৌমিত্রের মধ্যে ধর্মের কোন লক্ষণ কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সৌমিত্র ও তার বাবার মধ্যে কি ধর্মের একই লক্ষণ কাজ করেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক উপনিষদের অপর নাম রহস্য।

খ বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বেদ দ্বারা মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা ইত্যাদি সবই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

গ সৌমিত্রের মধ্যে ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কাজ করেছে। মনুসংহিতায় ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এসব গুণ যে ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। উদ্দীপকের সৌমিত্র অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, কখনো কারও প্রতি রাগ প্রদর্শন করে না, এবং সকলে তাকে পছন্দ করে। তার মাঝে ধর্মের বাহ্য লক্ষণের সহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, ক্রোধহীনতা ইত্যাদি উপস্থিত। ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে– সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা। নিজেকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়সংযম। কেউ রাগ করলেও তার সাথে রাগ না দেখানো সহিষ্ণুতা এবং ক্রোধহীনতার পরিচায়ক। সর্বোপরি একজন শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই পারে উক্ত দুটি গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে। সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সৌমিত্রের মধ্যে ধর্মের উক্ত বাহ্য লক্ষণসমূহই কাজ করেছে।

ঘ না, সৌমিত্র ও তার বাবার মধ্যে ধর্মের একই লক্ষণ কাজ করেনি।

ধর্মের বেশকিছু লক্ষণ রয়েছে। এর মধ্যে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। আর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা এ দশটি হলো ধর্মের বাহ্য লক্ষণ। উদ্দীপকের সৌমিত্রের মধ্যে ধর্মের বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত হলেও তার বাবার আচরণে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ফুটে উঠেছে। দুজনের আচরণই ধর্মের পক্ষে সহায়ক হলেও লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সৌমিত্রের আচরণে ধর্মের বাহ্য লক্ষণসমূহ প্রতিফলিত হলেও তার বাবার সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মের একটি বিশেষ লক্ষণ সদাচার। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং

মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে চলতে হয়। আর এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন নিজেকে বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞানকে। উদ্দীপকের সৌমিত্রের অসৎ কাজ না করা, কারও সাথে রাগ না দেখানো ইত্যাদি ধর্মের বাহ্য লক্ষণের পরিচায়ক। অপরদিকে, তার বাবাকে এক সাধু পরামর্শ দিয়ে উদ্ধার করায় সৌমিত্রের বাবা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এটি সদাচারের বহিঃপ্রকাশ। তাই আমি মনে করি, সৌমিত্র ও তার বাবার মাঝে ধর্মের একই লক্ষণ কাজ করেনি।

প্রশ্ন ১৩ ▶ সকল বোর্ড ২০১৮

সমর বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি। ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ প্রবল। এ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি আজ বেদের এমন একটি অংশ অধ্যয়ন করেন যার মধ্যে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি ঋষি মনুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'বেদঃ অখিল ধর্মমূলম্'।

ক. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি? ১

খ. বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমর বাবু আজ বেদের কোন অংশটি অধ্যয়ন করেছেন? উক্ত অংশের বিষয়বস্তু উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বেদ এক অখন্ড জ্ঞান রাশি"— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১

ক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ দশটি।

খ বেদ হচ্ছে ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান। এ জ্ঞান বলতে জগৎ ও জীবন এবং এর আদি কারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এ জ্ঞান সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান। এ সত্য স্বরূপের জ্ঞান সৃষ্টি করা যায় না, তা গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং তা কোনো পুরুষ কর্তৃক রচিত হয়নি। তাই বেদ অপৌরুষেয়।

গ সমরবাবু বেদের যে অংশটি অধ্যয়ন করেছেন তা হচ্ছে অথর্ববেদ। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা এ অংশেই লিপিবদ্ধ আছে।

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ছিল অর্থবাঙ্গিরস। অথর্বন ও অঙ্গিরা প্রাচীনকালের ঋষি যাঁদের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। অথর্ব শব্দের অর্থ–অথর্ববেদে (৭/১/৪) পরব্রহ্ম ভগবান করা হয়েছে। অথর্ববেদ সংহিতায় বিভিন্ন বিষয়ক মন্ত্র সংকলিত রয়েছে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তবে সাধনার জন্য শরীর ও মনের সুস্থতা যেহেতু সর্বাগ্রে দরকার, তাই এ বেদে এ বিষয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিকিৎসা বা ভেষজবিদ্যা, মাঙ্গলিক ক্রিয়াকান্ড, শত্রুবধের উপায় প্রভৃতি অথর্ববেদের বিষয়বস্তু। এ বেদে ২০টি কান্ড ও ৭৩১ সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র রয়েছে।

ঘ বেদ হচ্ছে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। এজন্য বেদকে বলা হয় 'বেদ এক অখন্ড জ্ঞান রাশি'।

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদের রয়েছে চারটি ভাগ। বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের এক বিশাল ভান্ডার হলো এ বেদ। ধর্মীয় বিধান অনুসারে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য চতুর্বেদ পাঠ করা অপরিহার্য। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এ চারটি বেদ সংহিতা পাঠ করার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে বিভিন্ন বৈদিক দেবদেবী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং তাদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়। সামবেদ হলো জগতের সমস্ত গানের আধার এবং উৎস। আর এ গান অর্থাৎ সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেয় না। যজুর্বেদ পাঠ করে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। সেকালের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয় যজুর্বেদ। অথর্ববেদ পাঠে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ সংহিতায় ইন্দ্রজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি রোধ, ভেষজবিদ্যা, শান্তি ও নানাবিধ শুভকর্মসংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। এখানে নানা ধরনের রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার গুল্ম, লতা, বৃক্ষাদির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বেদ পাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সংগীত, চিকিৎসাসহ সব ধরনের জ্ঞানলাভ করা যায়। এজন্য বেদ এক অখন্ড জ্ঞান রাশি।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১৪ ▶ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :

ক. ধর্ম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? ২

গ. আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা বর্ণনা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ৫

ক 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ 'যা ধারণ করে'।

খ যা হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে তাকেই ধর্ম বলে। মনুসংহিতায়– বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী–এ চারটিকে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ বলা হয়েছে। এছাড়াও ধর্মের ১০টি বাহ্য লক্ষণ রয়েছে। এগুলো হলো– সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা।

গ আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাই ধর্মগ্রন্থ।

মানুষ জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিতে সৃষ্টির সেরা জীব। আর মানুষের ধর্মই মনুষ্যত্ব। যার মনুষ্যত্ব নেই সে পশুর সমান। ধর্ম পালন করলে পশুপ্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। জেগে ওঠে মানবিকতা ও পবিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। আর এই ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে আমরা ধর্মগ্রন্থ হতে জানতে পারি। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হয়, কী করলে মানুষের কল্যাণ হবে, নৈতিক উন্নতি হবে এবং বলা আছে কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। ধর্মগ্রন্থই আমাদের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলে। তাই বলা হয়েছে, আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা আমাদের সকলের জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন। এর বিষয়বস্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি। এখানে প্রমাণ হয়েছে— 'যথা ধর্ম তথা জয়'। এখানে দেখানো হয়েছে ধার্মিকের কথা, ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পরে তাদের সার্বিক মঙ্গলের কথা। এছাড়াও আছে অধর্মের কথা এবং পরিণামে তাদের পরাজয় ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা যা আমাদেরকে অধর্ম, অত্যাচার ও অন্যায়ের পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়।

এ ধর্মগ্রন্থ মানুষের মনে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এজন্যই বলা হয়েছে— 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। যারা অন্যায়ভাবে অপরের বস্তু কেড়ে নিতে চান ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না, তাদের পতন অনিবার্য। আর যারা ধর্মের পথে থাকেন ভগবান তাদের সাহায্য করেন। মহাভারত পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গঠনে উদ্বুদ্ধ হই। রাজার কর্তব্য, প্রজাপালন, অতিথি সেবা, ক্ষমতার চেয়ে ভক্তির উৎকর্ষতার শিক্ষা পাই।

তাই বলা যায়, ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা আমাদের পাথেয়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

রমেশ তার বাবার মতোই সত্য কথা বলে। বড়োদের ভক্তি করে। অসহায়কে সেবা করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সে ভক্তির সাথে সম্পন্ন করে। রমেশ জানে ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক আছে।

ক. 'নৈতিক শিক্ষা' অর্থ কী? ১
খ. নীতি শিক্ষা ধর্মের অঙ্গ— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কখন মূল্যবোধকে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে আখ্যা দিতে পারি? রমেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমেশের মতে ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক আছে— কথাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৫

ক ধর্ম, সদাচার, নৈতিক কর্তব্য ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে।

খ ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান, উপাখ্যান। আর এ সমস্ত বর্ণনাতে দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্ম পরাজিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, কী করলে মানবের কল্যাণ হয়, কি করলে নৈতিক উন্নতি হবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা আছে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের শিক্ষামূলক নানা কাহিনি আছে। এসব কাহিনি আমাদের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে, নৈতিকতা গঠনে সাহায্য করে। তাই বলা হয়, নীতিশিক্ষা ধর্মের অঙ্গ।

গ মূল্যবোধের মধ্যে যখন ন্যায়পরায়ণতা, সততা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা এই গুণাবলি বিরাজ করে তখন তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলতে পারি।

রমেশ তার বাবার মতই সত্য কথা বলে। বড়দের ভক্তি করে। অসহায়কে সেবা করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সে ভক্তির সাথে সম্পন্ন করে। মূল্যবোধ একটি মানবিক গুণ। মানুষ হিসেবে ভালো-মন্দ, ঠিক-ভুল সম্পর্কে মানুষের যেই ধারণা তাকে মূল্যবোধ বলে। আর নৈতিক মূল্যবোধ হলো এমন একটি বিশেষ গুণ যা মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করে। ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও শিষ্টাচার, বড়দের সম্মান করা, আর্তের সেবা করা, উত্তম ব্যবহার, সহনশীলতা ইত্যাদিকে একত্রে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ বলতে পারি। রমেশের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে। রমেশ সত্য কথা বলে, বড়দের ভক্তি করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সে ভক্তির সাথে সম্পন্ন করে। নৈতিক মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করা, ধর্মের কথা প্রচার করা। এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে আমরা মূল্যবোধকে নৈতিক মূল্যবোধ বলতে পারি।

ঘ রমেশের মতে ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক আছে। ধর্মগ্রন্থে আছে বিভিন্ন কাহিনি বা উপকাহিনি, আখ্যান-উপাখ্যান। ধর্মগ্রন্থে দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মের জয় হয় আর অধর্মের পরাজয় বা বিনাশ হয়। ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে— কি করলে মানবের কল্যাণ হবে, কী করলে নৈতিক উন্নতি হবে। একথাও বলা আছে যে কীভাবে মানুষ নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। ফলে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমাদের জীবনকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলতে পারি।

যেমন রামায়ণ থেকে আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য। আবার মহাভারত থেকে আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি— 'যথা ধর্ম তথা জয়'। ধার্মিকের কথা, ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর তাদের সার্বিক মঙ্গলের কথা। আবার, অধার্মিকের পরিণতির বিষয়ে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠে মানুষের আত্মিক উন্নতি হয়, নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ১৬ ▸ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (সেট-ক)

ধীরাজ বাবু বিশেষ একটি গ্রন্থ পাঠ করেন। গ্রন্থটিতে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালনের কথা লেখা আছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য এবং প্রজা সাধারণের প্রতি রাজার কর্তব্য পালনের কথাও লেখা আছে গ্রন্থটিতে। ধীরাজ বাবু গ্রন্থটি পড়ে অনেককিছু জানতে পারেন। অপরদিকে, অখিল বাবু একটি বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করেন। সেখানে দেখা যায়, দুই পক্ষের মতবিরোধ। একপক্ষ অধর্ম ও অন্যায়ভাবে সবকিছু কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের পক্ষেই জয় হয়। এ গ্রন্থে আরও জানা যায়, মহারাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের পূর্ব পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত।

ক. আরুণির পুত্রের নাম কী? ১
খ. 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ধীরাজ বাবু কোন বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করেন? তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অখিল বাবুর পঠিত গ্রন্থের শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক আরুণির পুত্রের নাম শ্বেত কেতু।

খ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম— কথাটির অর্থ সবকিছুই ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজ করছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মময়। তবে মানবমাত্রই ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্মের অনুভব না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ব্রহ্মবিদ বলা যায় না।

গ ধীরাজ বাবুর পাঠ করা বিশেষ গ্রন্থটি হলো রামায়ণ।

উদ্দীপকে ধীরাজ বাবু বিশেষ একটি গ্রন্থ পাঠ করেন। গ্রন্থটিতে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালনের কথা লেখা আছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য এবং প্রজাসাধারণের প্রতি রাজার কর্তব্য পালনের উল্লেখ আছে। ধীরাজ বাবু মূলত রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করেছেন। রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচিত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ পাঠে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীরাম পিতৃআজ্ঞা পালন করার জন্য চৌদ্দ বছরের জন্য রাজত্ব ছেড়ে বনবাসে গিয়েছিলেন। শ্রীরামের ভাই ভরত মাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছার কারণে রাজা হলেও তার

ভাই রামের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। রাজসিংহাসনে থেকেও বড়ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে বনবাসীর মতো জীবনযাপন করেছেন। রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজত্বে যেন কেউ কখনো কোনোরূপ দুঃখ ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ধীরাজ বাবুর পাঠ করা গ্রন্থটি রামায়ণ। রামায়ণেই পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য, ভ্রাতৃপ্রেম এবং প্রজার প্রতি রাজার ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে অখিল বাবুর পঠিত গ্রন্থটি হলো মহাভারত। মহাভারত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি।

মহাভারত অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। মহাভারতের বিষয়বস্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি। এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে 'যথা ধর্ম, তথা জয়'। এ গ্রন্থ থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, ধর্মের সবসময় জয় হয়। আর অধার্মিকের পনিণাম পরাজয়। অধার্মিককে ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। মহাভারতে অনেক কাহিনি ও উপকাহিনি আছে মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয়।

উদ্দীপকে অখিল বাবুর পাঠকৃত গ্রন্থে দেখা যায়, দুই পক্ষের মতবিরোধ। একপক্ষ অধর্ম ও অন্যায়ভাবে সবকিছু কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের পক্ষেই জয় হয়। অর্থাৎ মহাভারত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ধর্মের সবসময় জয় হয়, অধর্মের পরাজয় হয়।

প্রশ্ন ১৭ ▸ ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

গোপাল একটি বই পড়ে জানল যে, পৃথিবীর সবকিছুই এক। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান। অন্যদিকে, কেশবকে তার বাবা এক রাজার গল্প বলেছিলেন। উক্ত গল্পের রাজা তার প্রজাদের সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন।

ক. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গোপালের পঠিত বইটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন গ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কেশবের শোনা গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গ্রন্থটির শিক্ষা তুমি নিজের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ ঘটাবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৬

ক মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতি-নীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাই ধর্মগ্রন্থ।

খ মানুষ তার মানবতা নামক গুণের জন্য অন্য জীব থেকে আলাদা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ।

গ উদ্দীপকের পঠিত বইয়ের সাথে পাঠ্যপুস্তকের উপনিষদ-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

বেদের দুটি কাণ্ড। জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম কাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রয়েছে ব্রহ্মের কথা, ঈশ্বরের কথা, সৃষ্টিকর্তার কথা, সৃষ্টি রহস্যের কথা। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যাও বলা হয়। এই উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না, বরং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে। যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা সর্বদাই ব্রহ্মের সাথে যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময় উপনিষদের এ শিক্ষা থেকে বলা হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারো সাথে কারো ভেদ নেই। সকলের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান, তাই সকলকে সমানভাবে দেখা উচিত।

ঘ কেশবের শোনা গল্পটি হচ্ছে রামায়ণ। রামায়ণের শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচিত। এ ধর্মগ্রন্থে আছে আদর্শ রাজার কথা। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা। রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ পাপ কার্য করে; সেটার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই এর ভাগ নেবে না। আবার রামায়ণের রাম ছিলেন আদর্শ রাজা। তার রাজত্বে কেউ কখনো কোনো দুঃখ ভোগ না করার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সীতাকে অনেক ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন এর দ্বারা আমরা রাজার কর্তব্যের শিক্ষা পাই। রাবণ বধের মাধ্যমে আমরা দুষ্টের দমনের শিক্ষা পাই। রাম-লক্ষণ-ভরতের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের ভাতৃপ্রেমের শিক্ষা দেয়। ভরত রাজা হয়েও ভোগ বিলাসে জীবনযাপন করেননি। যার থেকে আমরা উদার মনোভাবের শিক্ষা পাই। সীতার রামের প্রতি ভালোবাসা পতিপ্রেমের শিক্ষা দেয়। সর্বোপরি রাজা দশরথ তথা পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের শিক্ষা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, রামায়ণের শিক্ষা আমাদের জীবনে চলার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ১৮ ▸ রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর

অঘোর মন্ডল পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করে। সম্প্রতি সে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিষয় পড়েছে। সেখানে সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। অঘোর যেন এক নতুন জীবনের ধারণা লাভ করল। সে নিজেকে নতুন করে জানতে পারল।

ক. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ কী? ১
খ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী? ২
গ. মহাভারতের কাহিনি আমাদের কী শিক্ষা দান করে? ৩
ঘ. মনে কর তুমি অঘোর, তোমার জীবন-জগৎ সম্বন্ধে যে অনুভূতি তৈরি হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৬

ক হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'।

খ সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন স্রষ্টা। জীব ও জগতের সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন স্রষ্টা। কিন্তু স্রষ্টাকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। প্রকৃতি ও পরিবেশের রূপ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্রষ্টাকে অনুভব করি। জীব ও জগতের সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তাকে বলা হয় ঈশ্বর। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়।

গ মহাভারতের কাহিনি আমাদের 'যথা ধর্ম তথা জয়' এই শিক্ষা দান করে। মহাভারত হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের বিষয়বস্তু কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি। এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, 'যথা ধর্ম তথা জয়।' অর্থাৎ মহাভারতের কাহিনি আমাদের শিক্ষা দান করে যে, ধার্মিকগণের সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর পরিণামে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন হয়। আর অধার্মিকের পরিণাম পরাজয় ও ধ্বংস। সবসময় ধর্মের জয় হয়। মহাভারতের কাহিনি মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে অধর্ম ও অন্যায় পথ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে নৈতিকতা মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। মহাভারতের কাহিনি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যারা ধার্মিক ও ন্যায়ের

পথে থাকে ভগবান তাঁদের সাহায্য করেন। আর যারা অধর্ম ও অন্যায়ভাবে অপরের সুখ-শান্তি বা সম্পদ কেড়ে নিতে চায় ভগবান তাদের ক্ষমা করেন না।

সুতরাং বলা যায়, মহাভারতের কাহিনি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ধর্মের সবসময় জয় হয়।

ঘ উদ্দীপকে অঘোর বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ বিষয়ে পড়েছে। অঘোর হিসেবে আমার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে অনুভূতি তৈরি হয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হলো—

জ্ঞানকাণ্ডে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তার কথা এবং সৃষ্টি রহস্যের কথা। উপনিষদ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশ। ব্রহ্মকে নিয়ে এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের জীবন, জন্ম-মৃত্যু ও এই জগৎ নিয়ে অনেক রহস্য বিদ্যমান। সাংসারিক জীবনের ধন, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহ এবং সম্পূর্ণ উদাসীন একশ্রেণির লোক জীবনের গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হয়ে সংসার ত্যাগপূর্বক অরণ্যে বাস এবং গভীর ধ্যান ধারণা করতেন। তাদের চিন্তাপ্রসূত উক্তিগুলো উপনিষদে রয়েছে।

আমি উপলব্ধি করেছি আমাদের জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারো সাথে কারো কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারো ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। তাই আমাদের উচিত সকলকে নিজের মতো করে দেখা। অঘোর হিসেবে আমার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উপর্যুক্ত অনুভূতিই তৈরি হয়েছে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ১৯ ▸ বিষয়বস্তু : আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা

বলরামের বাবা হারাধন বাবু সমস্ত জীবনের জমানো টাকা খরচ করে নিজ গ্রামে একটি ধর্মীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার সৃষ্ট এ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বলরাম অন্যান্য গ্রন্থের পাশাপাশি প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের সুযোগ পায়। যাতে রয়েছে পৃথিবীর আদি, অন্ত, সৃষ্টি, ধ্বংস সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা। এমন জ্ঞানের সান্নিধ্য পেয়ে বলরামের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত হয় এবং সে তার বাবার মতো তার বন্ধুদের মধ্যে ধর্মের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে শুরু করে।

ক. ধর্ম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মানুষের লব্ধজ্ঞান হাজার বছর ধরে গুরু-শিষ্য বংশ পরম্পরায় চলে আসছে — এখানে 'বংশ পরম্পরায়' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বলরামের জীবন থেকে বর্তমান সমাজের ছেলেরা কী শিক্ষালাভ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থগুলো কী কী এবং তা সমাজের মানুষের উপকারে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক ধর্ম শব্দের অর্থ 'যা ধারণ করে'।

খ 'বংশ পরম্পরায়' বলতে একজন হতে অন্যজনকে বোঝানো হয়েছে। যে যুগে মানুষ লিখতে জানত না, সে যুগে মুখে মুখে ধর্মীয় বাণী প্রচার হতো যা হাজার বছর ধরে টিকে আছে।

গ উদ্দীপকের বলরাম বাবার প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার থেকে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে পশুশক্তির বিনাশ করে মনুষ্যত্বের স্থান দেয়। এ থেকে বর্তমান সমাজের ছেলেরা শিক্ষালাভ করতে পারে যে, মানবজীবনকে পশুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত এবং সুস্থ ধারায় পরিচালিত করতে হলে ধর্মীয় শিক্ষালাভের মাধ্যমে ছেলেরা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রধান গ্রন্থ থেকে মানুষের কল্যাণে ঐশ্বরিকতত্ত্ব, ইহলোক ও পরলোকের কথা, শ্রেয় ও প্রেয়র কথা, নানা আখ্যান-উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য-রাজবংশের কথা, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে নানা রহস্যের উন্মোচন করতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থগুলো হলো— বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারত। এসব ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্ব সৃষ্টি হয়। যার ধর্মীয় জ্ঞান নেই তার মনুষ্যত্ব নেই। আর সে মানুষ পশুর সমান। হিন্দুধর্মমতে যে ব্যক্তি ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে সে ব্যক্তির পশু প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে জেগে ওঠে মানবিকতা ও পবিত্রতার এক বিশুদ্ধ কল্যাণ অনুভূতি। মানুষ জানতে পারে অপরের কল্যাণবোধই ধর্ম। মনুসংহিতায় বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এ চারটিকে বলা হয়েছে ধর্মের সাধারণ লক্ষণ।

'বেদ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ লক্ষণম্ ॥
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥' (মনুসংহিতা, ২/১২)

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এ চারটি ধর্মের সাধারণ লক্ষণ। বেদে বিশ্বাস রেখে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এবং মহাপুরুষদের আচরিত কার্যক্রম তথা সদাচার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবন চালাতে হয়। আর এতেও যদি সমাধান না হয় তখন নিজের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাজে লাগাতে হয় নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্তব্য-অকর্তব্যকে। আর প্রত্যেকের মাঝে যখন একতা বিস্তৃত চিন্তার উদয় হয় তখনই সমাজে ধর্মের স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

প্রশ্ন ২০ ▸ বিষয়বস্তু : উপনিষদের পরিচিতি ও উপনিষদের মূল বিষয়বস্তু

প্রতীম নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে আসার পর লোকজনের কান্নাকাটিতে সে বুঝতে পারে পাশের বাড়ির কাকা মারা গেছে। হঠাৎ তার জন্মমৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে জানতে কৌতূহল জাগে। পরবর্তীতে সে কৌতূহলবশত একজন পন্ডিত ব্যক্তির কাছে যায়। তিনি প্রতীমকে একটি গ্রন্থ পড়ার নির্দেশ দেন। এ গ্রন্থ পড়ে সে এসব রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারে।

ক. রহস্য বিদ্যার অপর নাম কী? ১

খ. 'বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ' কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রতীম কোন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে — ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, একমাত্র উপনিষদ পাঠের মাধ্যমেই প্রতীম জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছিল? মতামত দাও। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক রহস্য বিদ্যার অপর নাম উপনিষদ।

খ হিন্দুধর্ম মূল ইতিহাসভিত্তিক। আর বেদ হলো ইতিহাস বিজড়িত বিশাল জ্ঞানভান্ডার। তাই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। জ্ঞানীদের মতে, বেদ একখন্ড জ্ঞানরাশি, যার দ্বারা মানবজাতির ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এ চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকের প্রতীম পন্ডিতের কথামতো উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞানলাভ করে। জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য। তাই উপনিষদকে রহস্যবিদ্যাও বলা হয়। অন্যদিকে, উপনিষদকে জ্ঞানকান্ডের অংশ বলা হয়। কারণ এ গ্রন্থে ব্রহ্মকে নিয়েও আলোচনা রয়েছে, রয়েছে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্যের কথাও। আর ব্রহ্মবিদ্যা হলো গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনা করে।

ঘ হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থ বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য বেদ-ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ। এ বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য দুটি কান্ডে বিভক্ত যার– একটি জ্ঞানকান্ড, যেখানে রয়েছে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্যের কথা। আমরা জানি, উপনিষদ হলো রহস্যবিদ্যা। কারণ তা মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর রহস্য ভেদ করে আমাদের প্রকৃতি সত্য তথ্য প্রদান করে। মূলত অতিশয় গভীর এবং দুর্গেয় বলে এ উপনিষদ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় যত্রতত্র সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না। তাই এটি রহস্যবিদ্যা হিসেবে পরিচিতি পায়।

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বেদ হলো তার অন্যতম। বেদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'জ্ঞানকান্ড'। যেখানে ঈশ্বরের কথা, ব্রহ্মের কথা এবং জন্মমৃত্যুর কারণ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আমি এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একমাত্র উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে প্রতীম জন্ম-মৃত্যুর কারণ ও রহস্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছিল।

প্রশ্ন ২১ ▶ বিষয়বস্তু : ধর্মাচরণ এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে রামায়ণের শিক্ষা

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে রানা প্রতাপসিংহ নামে একজন আদর্শ রাজা রাজত্ব পরিচালনা করতেন। তার রাজত্বকালে যেন কেউ কখনও কোনোরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে এ ব্যাপারে রাজা সর্বদাই নজর রাখতেন। রানা প্রতাপ সিং তার স্ত্রী লক্ষ্মীরানীকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের সুখের কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। অনেকেই রাজার এমন আত্মত্যাগের কারণে তার রাজত্ব কালকে রামের রাজত্বকালের সাথে তুলনা করেন।

ক. আদি কবি বাল্মীকি মুনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? ১

খ. দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রানা প্রতাপ সিং-এর রাজত্বকালের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন রাজার শাসনামলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রামের জীবন ছিল ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"– উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৫

ক আদি কবি বাল্মীকি মুনি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

খ রামায়ণের অন্যতম শিক্ষা 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'। বনবাসকালে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ এবং রাম কর্তৃক লঙ্কা আক্রমণ ও রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করা দুষ্টের দমন ও শিষ্ঠের পালন এবং সত্যের জয়েরই প্রমাণ। পৃথিবীতে প্রতিটি যুগেই কিছু অত্যাচারী রাজার আবির্ভাব ঘটে আর তাদের দমন করার জন্য রামের মতো অবতার পুরুষদের আবির্ভাব হয়।

গ উদ্দীপকে মধ্যযুগের রাজা রানা প্রতাপ সিংহ-এর শাসনামলের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের রাজা রামের রাজত্বকালের মিল পাওয়া যায়। রামচন্দ্র যেমন আদর্শ রাজা ছিলেন তেমনি প্রজাদের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। ঠিক একইভাবে রানা প্রতাপ সিংও তার প্রজাদের বেশি ভালোবাসতেন। সুখে-দুঃখে প্রজাদের পাশে দাঁড়াতেন। তিনিও রাজা রামের ন্যায় স্ত্রী লক্ষ্মীরানীর সঙ্গ ত্যাগ করে প্রজাদের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে এমন কম রাজাই আছেন যিনি ভোগবিলাস এবং স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল প্রজার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘবে নিরলস কাজ করে গেছেন।

ঘ রামায়ণের অন্যতম প্রধান চরিত্র রাম ছিলেন ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজা হয়েও তিনি নিজের সুখের কথা চিন্তা করেন নি। প্রজার সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্যের নির্মম কষাঘাতে রাম রাজসিংহাসন ছেড়ে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে গমন করেন। পিতার আজ্ঞা পালন তাঁর জীবনে ত্যাগের প্রমাণ। তিনি সীতাকে উদ্ধার করতে জীবন বাজি রেখে লঙ্কার রাজা রাবণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করেন। এখানেই শেষ নয়। প্রজার সুখ-শান্তির প্রতি তিনি ছিলেন দারুণ সোচ্চার, তাই সুন্দরী স্ত্রী সীতার সঙ্গ ত্যাগ করে প্রজার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। রাজা রাম নিজেকে কেবল জনগণের সেবক ভাবতেন। তাই আরাম-আয়েস ত্যাগ করে জনগণের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। রামের রাজধানী ছিল বিলাসদ্রব্যে ভরপুর। কিন্তু তিনি সে সবের প্রতি অনুরক্ত হন নি। রাজ্য পরিচালনার প্রতিই বেশি মনোনিবেশ করেছেন। রাম বনবাসে যাওয়ার পর ভাই ভরত তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যায়, কিন্তু রাম ফিরে আসেন নি। ভরত রামের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। এখানেও তাঁর ত্যাগের মহিমা ফুটে ওঠে। রাম বিলাসী জীবনের দিকে ফিরেও তাকাননি।

অতএব বলা যায়, রাজা রামের জীবন ইতিহাসে ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন ২২ ▶ বিষয়বস্তু : ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা

স্বপন চ্যার্টাজি তার অফিস সেরে বাসায় ফিরছিলেন। দৈনিক বাংলার মোড়ে আসতেই দেখেন একদিকে পুলিশ অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। তা দেখে স্বপন চ্যার্টাজি বলে উঠলেন কি হচ্ছে এসব! এ যেন কৌরব-পান্ডবদের যুদ্ধ। তারা 'দৈনিক বাংলা'কে যেন কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে।

ক. মূল মহাভারত গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত? ১

খ. 'যথা ধর্ম তথা জয়' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে স্বপন চ্যার্টাজির বর্ণিত ঘটনা প্রতিরোধের উপায়গুলো চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি যেন মহাভারতেরই প্রতিচ্ছবি' তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৫

ক মূল মহাভারত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

খ 'যথা ধর্ম, তথা জয়'– উক্তিটির মাধ্যমে মূলত ধর্মের জয়কেই বোঝানো হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে যে ব্যক্তি বা সমাজে ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান সেখানে অন্যায়-অত্যাচার থাকে না। অত্যাচারীর শাসন ধর্ম তথা ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে। উক্তিটির মাধ্যমে আমরা রাম এবং রাবণের যুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। সেখানে অবতার রাম অত্যাচারী শাসক রাবণকে সবংশে ধ্বংস করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুলিশ এবং রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মাঝে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার প্রতিরোধে সেই কারণগুলোর সমাধান করলেই এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ছাত্র সংগঠনগুলো দলীয় লেজুড়ভিত্তিক মনোভাব এবং সুবিধাভোগী একটি শ্রেণির স্বার্থই এসব দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। এর থেকে উত্তোরণকল্পে ক্ষমতাসীন সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহনশীল এবং দূরদর্শী হতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় স্বার্থ ভুলে সামগ্রিক স্বার্থে আন্দোলনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে এবং আমলাদের হতে হবে সৎ ও নিষ্ঠাবান।

ঘ. মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী। পুলিশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার মাধ্যমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

কুরু-পাণ্ডবদের দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দম্ভ, রাজনীতির কূটকৌশলের আশ্রয়ে যেনতেন প্রকারের প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং ন্যায়, ধর্ম ও সত্যকে পরিহার করে অন্যকে তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা। তাই আমরা দেখি, মহাভারতে দুর্যোধনের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে ধর্মের জয় হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও মহাভারত পাঠের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে উদ্বুদ্ধ হই। মহাভারত পাঠের মাধ্যমে আমরা ধর্মাচারণে উদ্বুদ্ধ হই। মানবিকতা ও নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করি। এছাড়াও এতে আছে অধর্মের কথা, অধার্মিকের কথা এবং পরিণামে তাদের পরাজয় ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পাঠ ১ ● আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ও ভূমিকা

একক কাজ ▸ ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? লেখ। ● পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯১

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : ধর্মের লক্ষণ হচ্ছে চারটি। এগুলো হলো—
১. বেদ, ২. স্মৃতি, ৩. সদাচার ও ৪. বিবেকের বাণী।

একক কাজ ▸ ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তা লেখ। ● পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯২

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো— সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য এবং ক্রোধহীনতা।

পাঠ ২ ● উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

একক কাজ ▸ বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য লেখ। ● পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯৩

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কিত ৩টি করে বাক্য নিচে দেওয়া হলো—

বেদ :
১. বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ।
২. বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার।
৩. বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ।

উপনিষদ :
১. উপনিষদ বেদের জ্ঞানভাণ্ডের অংশ।
২. উপনিষদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা।
৩. উপনিষদের আরও একটি অর্থ হলো রহস্য।

পাঠ ৩ ● উপনিষদের গুরুত্ব ও শিক্ষা

একক কাজ ▸ সৌহার্দ ও সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে উঠতে পারে তোমার ভাবনার আলোকে একটি পোস্টার তৈরি কর। ● পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৯৪

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : সৌহার্দ ও সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে ওঠে এ বিষয়ে নিচে পোস্টার তৈরি করা হলো—

≺ সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠার মাধ্যম ≻

এ পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। ঈশ্বর যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি বিভিন্ন ধর্মও সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন ধর্মের পালনীয় বিধিবিধানের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মানুষের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। কারো সাথে কারো কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই কাউকে হিংসা করা মানে নিজেকে হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। সুতরাং এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের সকলের উচিত একে অপরকে হিংসা না করে বরং সর্বক্ষণ সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সকলকে নিজের মতো করে দেখা। সকল প্রাণীর আত্মায় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তাহলেই আমাদের সমাজের সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে এটাই আমার ভাবনা।

PART 03 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৩, ৯, ১১, ১২, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ৩০	১, ১০, ১৪, ২০, ২৪, ২৯	৪, ৮, ১৩, ১৬, ২১, ২৭
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৭, ১১, ১৫, ১৭, ২১, ২৬, ৩৪	৬, ৮, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ৩১, ৩৫	৩, ৯, ১০, ২০, ২৪, ২৮
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৫, ৭, ১২	১, ৪, ৮	৩, ৬, ১০
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৭, ১০, ১৫, ১৮, ২০	২, ৮, ১২, ১৭, ২১	৫, ১১, ১৯

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। হিন্দু ধর্মকে কেন বৈদিক ধর্ম বলা হয়?
২। ধর্মের দশটি বাহ্য লক্ষণ সম্পর্কে লেখ।
৩। সংহিতা কী? বুঝিয়ে লেখ।
৪। 'বেদঃ অখিল ধর্মমূলম্' এই কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৫। উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।
৬। সংক্ষেপে উপনিষদের ধারণা দাও।
৭। প্রধান উপনিষদ কাকে বলে এবং সেগুলির নাম লেখ।
৮। উপনিষদকে কেন বেদান্ত বলা হয়?
৯। উপনিষদ আমাদেরকে কেমন মানুষ হতে শিক্ষা দেয়? সংক্ষেপে লেখ।
১০। উপনিষদের শিক্ষা কি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? ধারণা দাও।
১১। 'বসু স্যাম' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
১২। রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
১৩। রামায়ণে কোন কোন বিষয় আলোচিত হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।
১৪। রামের মতো রাজা কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না— বুঝিয়ে লেখ।
১৫। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।

☑ উত্তরসূত্র : নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ২৯৩ — ২৯৫ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▸ গঙ্গা নারায়ণ বাবু একটি সংঘের সভাপতি। তিনি তার পরিবার এবং সংঘের সকল সদস্যের সমস্যা সমাধান করেন। তিনি কোনো কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী পরিমল বাবু একজন স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি ভাইদের সম্পত্তি নিজের নামে করে নেন। এতে ভাইদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত পরিমল বাবু সবদিক দিয়ে পরাজিত হন।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
খ. কাকে রহস্য বিদ্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. গঙ্গা নারায়ণ বাবুর কর্মকান্ডের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে পরিমল বাবু ও ভাইদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই, তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০০ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▸ ঘটনা-১ : স্বপন ছোটবেলা থেকেই তার মায়ের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়েছে। এভাবে সে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জেনেছে ও সৃষ্টির দেবতাকে নিয়ে বিশেষভাবে লেখা বই সম্পর্কে জেনেছে।

ঘটনা-২ : নীতিহীন ও ছলনাকারী নিধান বাবু তার বড় ভাই মৃত সমীর বাবুর ছেলেকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নিধান বাবু মৃত সমীর বাবুর ধার্মিক ছেলের কাছে পরাজিত হয় এবং ধর্মের জয় হয়।

ক. বৈদিক সাহিত্য কাকে বলে? ১
খ. কোন শিক্ষা মানুষকে জীবনবিমুখ করে না? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১-এ স্বপন যে বই সম্পর্কে জেনেছে তার পরিচিতি পাঠ্যবইয়ের আলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২-এর শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০১ পৃষ্ঠার ৮নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ ▸ কাজল সাধারণ জীবনযাপন করে। সবসময় ন্যায় পথে চলে। অন্যের কোনো কিছু না বলে নেয় না। সে লোভকে আয়ত্তে রেখে সকল কাজ সমাধা করে। অপরদিকে নরেন তাদের গ্রামে রাতের বেলায় পালাগান অনুষ্ঠান দেখছিল। পালাগানে সে দেখল ভাইয়ে ভাইয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে। যারা অন্যায়ভাবে অপরের বস্তু কেড়ে নিতে চায় ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন না। তাই এ যুদ্ধ ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ।

ক. বৈদিক ধর্ম কাকে বলে? ১
খ. কেন রাজা রাম স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কাজলের কাজগুলো ধর্মের কোন লক্ষণের পর্যায় পড়ে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে নরেনের রাতে দেখা পালাগানটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০২ পৃষ্ঠার ১০নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ সৌমিত্র বাবু প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সেই ধর্মগ্রন্থকে ঘিরে আবার ধর্ম সম্পর্কিত সাহিত্য তৈরি হয়েছে এবং সৌমিত্র বাবু উপলব্ধি করেন জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়। বিশ্বব্রহ্মান্ডে যা কিছু আছে সবই এক, কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো হিংসাদ্বেষ নেই। অপরপক্ষে সৃজিত বাবু প্রতিদিন আরেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, ভাইদের মধ্যে প্রেম, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও পতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শত্রুদের দমন করা।

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১
খ. নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সৌমিত্র বাবুর পাঠ করা ধর্মগ্রন্থ ঘিরে যে সাহিত্য তৈরি হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃজিত বাবু যে গ্রন্থটি প্রতিদিন পাঠ করেন— মানবজীবনে তার গুরুত্ব অপরিসীম— বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০৩ পৃষ্ঠার ১১নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▸ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :

ক. ধর্ম শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কী কী? ২
গ. আদর্শ জীবনাচরণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ধর্মাচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের শিক্ষা বর্ণনা কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০৪ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ ▸ প্রিতম একটি বই পড়ে জানল যে, পৃথিবীর সবকিছুই এক। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান। অন্যদিকে, প্রকাশকে তার বাবা এক রাজার গল্প বলেছিলেন। উক্ত গল্পের রাজা তার প্রজাদের সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন।

ক. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রিতমের পঠিত বইটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন গ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রকাশের শোনা গল্পটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গ্রন্থটির শিক্ষা তুমি নিজের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ ঘটাবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০৬ পৃষ্ঠার ১৭নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৭ ▸ মধ্যযুগে বঙ্গদেশে ভানু প্রতাপসিংহ নামে একজন আদর্শ রাজা রাজত্ব পরিচালনা করতেন। তার রাজত্বকালে যেন কেউ কখনও কোনোরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে এ ব্যাপারে রাজা সর্বদাই নজর রাখতেন। রানা প্রতাপ সিং তার স্ত্রী রানীকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের সুখের কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। অনেকেই রাজার এমন আত্মত্যাগের কারণে তার রাজত্ব কালকে রামের রাজত্বকালের সাথে তুলনা করেন।

ক. আদি কবি বাল্মীকি মুনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? ১
খ. দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ভানু প্রতাপ সিং-এর রাজত্বকালের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন রাজার শাসনামলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রামের জীবন ছিল ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"— উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৩০৮ পৃষ্ঠার ২১নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

সময়—৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান—৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. শ্বেতকেতু কত বছর গুরুগৃহে ছিলেন?
ক দশ খ বার
গ চৌদ্দ ঘ ষোল

২. 'ধর্ম' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়—
ক যা গ্রহণ করে খ যা বর্জন করে
গ যা ধারণ করে ঘ যা সাধন করে

৩. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি?
ক দুই খ চার গ ছয় ঘ আট

৪. বৈদিক সাহিত্য বলতে কত প্রকার ভিন্ন ধরনের সমষ্টি বোঝায়?
ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

৫. মানবতা ও পবিত্রতায় বিশুষ্ক কল্যাণ অনুভূতিই হলো—
ক কর্ম খ ধর্ম
গ ধর্মাচার ঘ ধর্মানুষ্ঠান

৬. যার মনুষ্যত্ব নেই সে—
i. পশুর সমান
ii. পাখির সমান
iii. মানুষের সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

৭. প্রসিদ্ধ উপনিষদ কোনটি?
ক ব্রাহ্মণ খ সংহিতা
গ তৈত্তিরীয় ঘ আরণ্যক

৮. ছান্দস কিসের আরেক নাম?
ক বেদের খ উপনিষদের
গ গীতার ঘ পুরাণের

৯. ব্রহ্মবিদ্যাকে সকলের নিকট প্রকাশ করা হতো না কেন?
ক দুর্জেয় বলে খ দুর্জ্ঞেয় বলে
গ অসাধ্য বলে ঘ সহজ বলে

১০. উপনিষদকে রহস্যবিদ্যা বলার কারণ—
i. জন্ম আর মৃত্যু মানুষের নিকট এক বিরাট রহস্য
ii. ব্রহ্মবিদ্যা গুহ্যতম বিদ্যা যা মানুষের জন্মমৃত্যুর কারণ নিয়ে আলোচনায় ভরপুর
iii. প্রধান উপনিষদ এ কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. নৈতিক শিক্ষার সহায়ক—
ক ধর্ম খ বিজ্ঞান গ দর্শন ঘ অর্থনীতি

১২. উপনিষদ বেদের কোন কাণ্ডের অংশ?
ক কর্মকাণ্ডের খ ধর্মকাণ্ডের
গ জ্ঞান কাণ্ডের ঘ যোগ কাণ্ডের

১৩. কাদের বংশাবলি নিয়ে পুরাণ রচিত?
i. পূর্বতন ঋষিদের
ii. পূর্বতন কবিদের
iii. পূর্বতন রাজন্যবর্গের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিলন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ইস্কন মন্দিরের লাইব্রেরি থেকে কিছু বই সংগ্রহ করল। যা পাঠের মাধ্যমে সে ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করল।

১৪. উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে মিলন কী জানতে পারবে?
ক সাংসারিক জীবন ত্যাগ
খ উপবাস
গ ব্রহ্মবিদ্যা
ঘ মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা

১৫. কর্ম, জ্ঞান, ত্যাগ ও ভক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে—
i. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
ii. উপনিষদ
iii. বেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৬. শ্বেতকেতুর পিতার নাম কী?
ক বরুনি খ বারুনি
গ আরুনি ঘ অরুনি

১৭. শ্বেতকেতুর মধ্যে প্রকাশ পায়—
i. অবিনীত আচরণ
ii. অহংকারী ভাব
iii. সদানন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. পুরাকালে কী নামের এক ঋষি ছিলেন?
ক বরুণি খ বারুণি
গ আরুণি ঘ অরুণি

১৯. তেজ থেকে কী উৎপন্ন হলো?
ক জল খ মদ
গ সরবত ঘ দুধ

২০. সুবর্ণের বিকার হলো—
i. কুণ্ডল
ii. নরুণ
iii. বলয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সজল তার বাবাকে প্রশ্ন করলো বাবা ব্রহ্মকে দেখা যায়। তার বাবা বললেন প্রতিটি জীবের মধ্যেই আত্মারূপে ব্রহ্ম বিরাজ করেন।

২১. "প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম" সজলের বাবার আলোচ্য উক্তিটির কারণ কী?
ক সকল জীবে ঈশ্বরের অবস্থান
খ সকল জীব ব্রহ্মার মতো
গ জীব ব্রহ্মেরই অংশ
ঘ ব্রহ্ম ছাড়া জীব চলতে পারে না

২২. উদ্দীপকে বর্ণিত আরাধ্য পেতে হলে জীবের প্রতি—
i. যত্নশীল হতে হবে
ii. দয়া প্রদর্শন করতে হবে
iii. কঠোর হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কোন গ্রন্থকে আদি কাব্য বলা হয়?
ক শ্রী গীতা খ রামায়ণ
গ মহাভারত ঘ বেদ

২৪. সুমিত্রার পুত্রদের নাম—
ক লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন খ রাম ও লক্ষ্মণ
গ ভরত ও শত্রুঘ্ন ঘ রাম ও ভরত

২৫. পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে কোন ধর্মগ্রন্থে?
ক রামায়ণে খ মহাভারতে
গ উপনিষদে ঘ বেদে

২৬. মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত?
ক আরবি খ ফারসি
গ হিন্দি ঘ সংস্কৃত

২৭. "যথা-ধর্ম তথা-জয়" কোন ধর্ম গ্রন্থের বিষয়বস্তু?
ক মহাভারত খ বিষ্ণুপুরাণ
গ গীতা ঘ রামায়ণ

২৮. যুদ্ধশেষে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কারণ—
ক নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা
খ দৈব নির্দেশ পালন
গ বংশের রীতি অনুসরণ
ঘ পুনরায় যুদ্ধের প্রকৃতি

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাতুল রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার বাবা তাকে মহাভারত পাঠের উপদেশ দেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে সে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে।

২৯. মহাভারত পাঠের মাধ্যমে রাতুল কীসের নির্দেশ পাবে?
ক কর্মের খ উপার্জনের
গ পারিবারিক জীবনের ঘ বৈবাহিক জীবনের

৩০. উক্ত গ্রন্থটির কোন পর্বটি একটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে—
i. ভীষ্মপর্ব
ii. উদ্যোগ পর্ব
iii. বনপর্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অধ্যায় ▸ ৭

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ	২১	ক	২২	খ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **(সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন)** মান—৭০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ১০ = ২০

১। ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণকে কেন ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হয়?
২। ধর্ম কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।
৩। ধর্মের চারটি বিশেষ লক্ষণের ধারণা দাও।
৪। আদর্শ জীবন ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৫। বেদ সম্পর্কে ধারণা দাও।
৬। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
৭। বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়?
৮। উপনিষদকে কেন রহস্য বলা হয়? বুঝিয়ে লেখ।
৯। সংহিতোপনিষদ কী? সংক্ষেপে লেখ।
১০। উপনিষদ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।
১১। আরুণি ও শ্বেতকেতুর পরিচয় দাও।
১২। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— কথাটির অর্থ কী? বুঝিয়ে লেখ।
১৩। রামায়ণের রত্নাকর দস্যুর কাহিনি থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়? সংক্ষেপে লেখ।
১৪। সংক্ষেপে ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম সম্পর্কে লেখ।
১৫। মহাভারত সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১। পার্থ বাবু একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কোনো সমস্যায় পড়লেই তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাতেও সমাধান না পেলে পর্যায়ক্রমে স্মৃতিশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয় অনুসরণ করেন। অন্যদিকে, হৃদয় বাবু বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এ গ্রন্থ থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্মসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।
ক. ধর্ম কাকে বলে? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. হৃদয় বাবু কোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'পার্থ বাবুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কাজ করেছে' —মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। হিন্দুধর্মের শিক্ষক পরিতোষ বাবু শিক্ষার্থীদের ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি ও কী কী তা খাতায় লিখতে বললেন। দিবাকর লিখল—

→ ধর্মের বিশেষ লক্ষণ ←
ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি। যথা—
• বেদ • স্মৃতি • সদাচার • বিবেকের বাণী

ক. আরুণি কে ছিলেন? ১
খ. হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয় কেন? ২
গ. দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো মনুসংহিতার আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'দিবাকরের উল্লিখিত ধর্মের প্রথম বিশেষ লক্ষণ বেদকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের বিকাশ' —বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সৌমিত্র কখনো অসৎ কাজ করে না। তবে কেউ যদি তার উপর রাগ করে কখনো কোনো কথা বলে না বরং সে তার সাথে বিপরীত আচরণ করে। এজন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। একদিন সৌমিত্রের বাবা বিমল বাবু বড় ধরনের এক বিপদের সম্মুখীন হন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এক সাধুর পরামর্শ নেন। বিপদমুক্ত হওয়ার পর তিনি সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
ক. কোন গ্রন্থের অপর নাম রহস্য? ১
খ. বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সৌমিত্রের মধ্যে ধর্মের কোন লক্ষণ কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সৌমিত্র ও তার বাবার মধ্যে কি ধর্মের একই লক্ষণ কাজ করেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

৪। সমর বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি। ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ প্রবল। এ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি আজ বেদের এমন একটি অংশে অধ্যয়ন করেন যার মধ্যে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। তিনি ঋষি মনুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'বেদঃ অখিল ধর্মমূলম্'।
ক. ধর্মের বিশেষ লক্ষণ কয়টি? ১
খ. বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় কেন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সমর বাবু আজ বেদের কোন অংশটি অধ্যয়ন করেছেন? উক্ত অংশের বিষয়বস্তু উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বেদ এক অখণ্ড জ্ঞান রাশি"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। রমেশ তার বাবার মতোই সত্য কথা বলে। বড়োদের ভক্তি করে। অসহায়কে সেবা করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সে ভক্তির সাথে সম্পন্ন করে। রমেশ জানে ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক আছে।
ক. 'নৈতিক শিক্ষা' অর্থ কী? ১
খ. নীতি শিক্ষা ধর্মের অঙ্গ— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কখন মূল্যবোধকে আমরা নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে আখ্যা দিতে পারি? রমেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমেশের মতে ধর্মের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক আছে— কথাটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। অঘোর মন্ডল পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করে। সম্প্রতি সে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিষয় পড়েছে। সেখানে সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। অঘোর যেন এক নতুন জীবনের ধারণা লাভ করল। সে নিজেকে নতুন করে জানতে পারল।
ক. হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ কী? ১
খ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী? ২
গ. মহাভারতের কাহিনি আমাদের কী শিক্ষা দান করে? ৩
ঘ. মনে কর তুমি অঘোর, তোমার জীবন-জগৎ সম্বন্ধে যে অনুভূতি তৈরি হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৪

৭। প্রতীম নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে আসার পর লোকজনের কান্নাকাটিতে সে বুঝতে পারে পাশের বাড়ির কাকা মারা গেছে। হঠাৎ তার জন্মমৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে জানতে কৌতূহল জাগে। পরবর্তীতে সে কৌতূহলবশত একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে যায়। তিনি প্রতীমকে একটি গ্রন্থ পড়ার নির্দেশ দেন। এ গ্রন্থ পড়ে সে এসব রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারে।
ক. রহস্য বিদ্যার অপর নাম কী? ১
খ. 'বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র সহায়ক গ্রন্থ' কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রতীম কোন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে — ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, একমাত্র উপনিষদ পাঠের মাধ্যমেই প্রতীম জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছিল? মতামত দাও। ৪

৮। স্বপন চ্যাটার্জি তার অফিস সেরে বাসায় ফিরছিলেন। দৈনিক বাংলার মোড়ে আসতেই দেখেন একদিকে পুলিশ অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। তা দেখে স্বপন চ্যাটার্জি বলে উঠলেন কি হচ্ছে এসব। এ যেন কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ। তারা 'দৈনিক বাংলা'কে যেন কুরুক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে।
ক. মূল মহাভারত গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত? ১
খ. 'যথা ধর্ম তথা জয়' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে স্বপন চ্যাটার্জির বর্ণিত ঘটনা প্রতিরোধের উপায়গুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাটি যেন মহাভারতেরই প্রতিচ্ছবি' তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্নোত্তর	৪ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্নোত্তর	৭ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ১১নং প্রশ্নোত্তর	১০ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ১৯নং প্রশ্নোত্তর	১৩ ▸ ২৯৫ পৃষ্ঠার ২৫নং প্রশ্নোত্তর
২ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্নোত্তর	৫ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ৮নং প্রশ্নোত্তর	৮ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্নোত্তর	১১ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ২১নং প্রশ্নোত্তর	১৪ ▸ ২৯৫ পৃষ্ঠার ২৭নং প্রশ্নোত্তর
৩ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্নোত্তর	৬ ▸ ২৯০ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নোত্তর	৯ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ১৭নং প্রশ্নোত্তর	১২ ▸ ২৯৪ পৃষ্ঠার ২৩নং প্রশ্নোত্তর	১৫ ▸ ২৯৫ পৃষ্ঠার ২৯নং প্রশ্নোত্তর

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ২৯৮ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্ন ও উত্তর	৩ ▸ ৩০৩ পৃষ্ঠার ১২নং প্রশ্ন ও উত্তর	৫ ▸ ৩০৫ পৃষ্ঠার ১৫নং প্রশ্ন ও উত্তর	৭ ▸ ৩০৭ পৃষ্ঠার ২০নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৩০১ পৃষ্ঠার ৭নং প্রশ্ন ও উত্তর	৪ ▸ ৩০৪ পৃষ্ঠার ১৩নং প্রশ্ন ও উত্তর	৬ ▸ ৩০৬ পৃষ্ঠার ১৮নং প্রশ্ন ও উত্তর	৮ ▸ ৩০৮ পৃষ্ঠার ২২নং প্রশ্ন ও উত্তর